CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 21 April, 2023 ■ আগরতলা ২১ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ৭ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## গরিয়ার প্রস্তুতি

আগরতলায় অভয়নগরে গরিয়া পূজার মণ্ডপ সজ্জায় ব্যস্ততা। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

# নির্বাচনে জেতার জন্য জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি ঃ সিপিএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** নির্বাচনে জেতার জন্য জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। তাঁদের আর্থ, সামাজিক এবং অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে শাসক দল ছিনিমিনি খেলছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই সুর চড়ালেন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কথায়,বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক দর্শর্ন, মতাদর্শ ভারতবর্ষের জনজাতি বা গরীব অংশের পক্ষে নয়। এই সরকার দেশের জনজাতিদের বিকাশ কোনোদিন চায় নি এবং আর কখনো চাইবেও না।

তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচনের এক বছর আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসে বলেছিলেন জনজাতিদের জন্য দিল্লি থেকে ১৩০০ কোটি টাকা পাঠাবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অর্থের খোঁজ নেই। তিনি বলেন, এডিসিতে তিপ্রা মথা ক্ষমতায় বসার পর দুই বার বাজেট পেশ হয়েছে। গত বছর বাজেটে জনজাতিদের জন্য ৬০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তাতেই প্রমাণিত, জনজাতি অংশের মানুষদের নিয়ে বিজেপি সরকার ছিনিমিনি খেলছে, তোপ দাগেন তিনি। সাথে সুর আরও চড়িয়ে বলেন, এখন বিজেপি সরকার নতুন করে তিপ্রা মথার দাবি পূরণে মধ্যস্থকারী নিয়োগ নিয়ে খেলা শুরু করেছে।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সবকিছু জেনেও ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বৈতরণী পার করতে তিপ্রা মথা সহায়তা করেছে। তাঁর দাবি, তিপ্রা মথার উর্দতন নেতৃত্ব মধ্যস্থতাকারি নিয়ে কয়েক লক্ষ জনজাতি অংশের মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করছেন। এদিন তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনে জেতার জন্য জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। তাঁদের আর্থ, সামাজিক এবং অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে শাসক দল ছিনিমিনি খেলছে।

## ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু বিএসএফ জওয়ানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বিএসএফ জওয়ানের। গতকাল রাতে আগরতলা ধর্মনগর লোক্যাল ট্রেনে আমবাসা স্টেশনে নামতে গিয়ে পা পিছলে ট্রেনের ট্র্যাকে পা ঢুকে যায়। যার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিএসএফ জওয়ান।

জানা যায় তখন ট্রেনটি ধীরগতিতে ছিল। উল্লেখ্য রাকেশ কুমার নামে ওই জওয়ান আমবাসা জওহরনগর স্থিত বিএসএফ ১৯২ ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিল। তার বাড়ি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কাটোয়া জেলার হিরাপুর থানার অন্তর্গত শিয়ারপুর ডলা গ্রামে। ছুটি কাটিয়ে এসে আজ তার ব্যাটেলিয়ানে যোগদান করার কথা ছিল। গতকাল আনুমানিক রাত ৭ টা ৩০ মিনিট নাগাদ আমবাসা রেল স্টেশনে ঘটে এই দুর্ঘটনা।

সঙ্গে সঙ্গেই রেলওয়ে থানার পুলিশ কর্মীরা আমবাসা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং আহত জওয়ানকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কুলাইস্থিত ধলাইজেলা হাসপাতালে। ধলাই হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নেশা সামগ্রী সহ ধৃত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ এপ্রিল।।** নেশা সামগ্রী নিয়ে পালাতে গিয়ে বাইক চালককে ধাক্কা দিয়ে আহত করেও শেষ রক্ষা হয়নি। গাড়ি ও নেশা সামগ্রী সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে যানবাহন তল্লাশিতে নেমে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ওই সাফল্য অর্জন করেছে।

শান্তিরবাজার থানার ওসি অনুপম দাস জানিয়েছেন, বুধবার রাতে নিয়মমাফিক যানবাহনের তল্লাশি চলছিল। ওই টিআর০৩এইচ০৭৯৫ নম্বরের একটি গাড়ির গতিবিধি দেখে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। গাড়িটি থামাতে পুলিশ এগিয়ে গেলে চালক দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে। পথে পুরাতন পেট্রোল সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইককে সজোরে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# লংতরাইয়ে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, আক্রান্ত বহু হাসপাতালে ভর্তি ১৫

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ছাওমনু, ২০ এপ্রিল।।** লংতরাইভ্যালী মহকুমার পাহাড়ি জনপদগুলিতে ম্যালেরিয়া ও ডাইরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। মহকুমার বিশেষ করে থালছড়া , গোবিন্দ বাড়ি, বিদ্যা কুমার রোওয়া পাড়া, শচীন্দ্র রোয়াজা পাড়া, পাঁচ কিমি রাজমান রোয়াজা পাড়া সহ বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে মারণব্যাধি ম্যালেরিয়া ও ডাইরিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

এখন পর্যন্ত সরকারি হাসপাতাল সূত্রে শিশুসহ মোট ১৫ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এরা প্রত্যেকেরই চিকিৎসা ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে। আক্রান্তদের অনেকেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থিক দুরাবস্থার জন্য হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। প্রত্যন্ত এলাকার প্রায় ঘরে ঘরেই ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া সহ অন্যান্য জল বাহিত রোগেও আক্রান্ত রয়েছেন।

আক্রান্ত এলাকাগুলি থেকে সংবাদ মহকুমা শাসকের কাছে পৌছামাত্রই মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত,ছামনু আর ডি ব্লকের বিডিও কমল দেববর্মা, এসডিএমও ডাঃ পলি ডার্লং সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ আক্রান্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করার কাজ শুরু করেছেন।

মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে হিট ওয়েবের কারণে এবং অপরিশোধিত জল ব্যবহারের ফলে এই আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই যাবতীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ দপ্তর আগে থেকে যদি যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করত তাহলে তা এত ব্যাপক আকার ধারণ করত না, তবুও দিন দিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মহকুমা প্রশাসন এলাকাগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

ধলাই জেলার গ্নাছড়া, আমবাসা এবং লংতরাই ভ্যালি মহকুমার ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকা গুলি তে গতকাল থেকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক মশারি বন্টন শুরু হয়েছে। এ বছর শুধু ধলাই জেলায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার মশারি বিতরন করা হবে। গত মাসে ধলাই জেলায় মোট দুই শ আশি জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছর এই জেলায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্ম সূচির কনসালটেন্ট কাজল দেব। এবছর এখনো ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর কোন খবর নেই। তিনি আরো জানান এখন কোথায় ও ডি ডি টি স্প্রে করা হয় না। এর পরিবর্তে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ঔষধ যুক্ত মশারি করা হচ্ছে।

# ঈদের আনন্দে বিষাদের ছায়া বাইক দূর্ঘটনায় মৃত্যু দুই ভাইয়ের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ এপ্রিল।।** গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই ভাইয়ের।ওই ঘটনায় আশাবারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক হাসপাতালে নিলে গেলে চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার আনুমানিক ১২ টা নাগাদ ঈদ উপলক্ষে বাইক নিয়ে বক্সনগর মানিক্যনগর এলাকায় সেলুনে গিয়েছিল দুই ভাই রাফি চৌধুরী(১৬) এবং রিয়াদ চৌধুরী (১৭)। সেখান থেকে টি আর ০৭

**বক্সনগর**

৭৭ ৮০ নম্বরের বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিল তাঁরা। বয়স্কনগর ---বিশালগড় রাস্তায় মাণিক্য নগর এলাকায় গাড়ির সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে বাইক থাকা দুই ভাই রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। স্থানীয় মানুষ দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। স্থানীয়রা তাঁদেরকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যান।হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়াদ চৌধুরীকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এদিকে, রাফি চোধুরীর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে তাঁকে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু জি বি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কলমচৌড়া থানার পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত দুই ভাই বক্সনগর আশাবাড়ি দুপুরিয়াবান্দ এলাকার বাসিন্দা ছিল। তাঁদের পরিবারের তরফে গাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জলে ডুবে দশম শ্রেণীর ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** বন্ধুদের সাথে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ও মহকুমা দুর্যোগ মোকাবিলা সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং সাগর দীঘিতে তাঁকে খুঁজতে নামেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাগর দীঘি থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে।দমকল কর্মীরা তাঁকে ওই নাবালককে করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ১২ টা নাগাদ অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন টাউন শঙ্কর পল্লীর বাসিন্দা শঙ্কর দেবনাথের পুত্র দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া চয়ন দেবনাথ (১৬) বন্ধুদের সাথে ফটিক সাগর দিঘিতে স্নান করতে গিয়েছিল। ওই দিঘিতে থাকা একটি পরিত্যক্ত প্যাডেল বোটে বন্ধুদের সাথে চয়নও চড়েছিল। কিন্তু সেই বোট উল্টে গেলে তাঁরা জলে পড়ে যায়। চয়ন সাতার জানত না। তাই, বন্ধুরা তাকে জল থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাঁরা তখন চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকার শুনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# কাঞ্চনমালায় বৌদির লাঠির আঘাতে আশঙ্কাজনক দেবর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** বৌদির লাঠির আঘাতে আহত দেবর। ঘটনা গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জেঠাতো ভাইয়ের বৌয়ের হাতে গুরুতর ভাবে আহত দেবর।

ঘটনার বিবরণের জানা যায়, বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা এলাকার বাইক মেকানিক্যাল ঝুটন রায়কে তারই আপন জ্যাঠাতো ভাই বিশ্বজিৎ রায় এর বৌ লাঠি দিয়ে মাথার পেছন দিক দিয়ে আঘাত করে। সময়ে ঝুটন রায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় এক ব্যক্তি বাজার থেকে আসার পথে আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে ঝুটন রায়কে। খবর দেওয়া হয় আনন্দ নগর ফায়ার সার্ভিসকে।

খবর পেয়ে আনন্দনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে আহত ঝুটন রায়কে গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই ঘটনায় আহত ঝুটন রায় এর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে। এই ধরনের ঘটনায় গোটা কাঞ্চনমালা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

## গরমে রাজ্যজুড়ে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** গরমে রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়ছে। বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার রাজ্যে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩৪৪ মেগাওয়াট। যা ছিল এখন পর্যন্ত সর্বকালীন বিদ্যুৎ চাহিদা। তিনি জানান, রাজ্যে এখন প্রতিদিন চাহিদা গড়ে ৩৪০ মেগাওয়াট।

আজ সন্ধ্যায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩১৯ মেগাওয়াট। তিনি আরও বলেন চাহিদা পুরন করতে প্রতিদিন সেন্ট্রাল গ্রিড থেকে অতিরিক্ত ৪০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে নিগমকে। তিনি জানান, রাজ্যে এ সি মেশিন, এয়ারকুলার, স্ট্যান্ড ফ্যান ব্যবহার বেড়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য তিনি গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগম থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাস্তা নির্মাণ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা হাপিজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** গ্রামের রাস্তা তৈরি না করেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে সাইনবোর্ড ঝোলাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে বিধায়ক ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

ঘটনা ধর্মনগর বাগবাসা সড়কের পাশে রামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডে। গ্রামের রাস্তা নির্মাণ না করে সাইন বোর্ড ঝোলাতে এসে গ্রামবাসীর বাধার মুখে পড়লো গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। সেই ক্ষোভে পড়লেন এলাকার বিধায়ক যাদব লাল নাথও। ঘটনা, ধর্মনগর-বাগবাসা মূল সড়কের কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডে। বাম জামানা থেকে এই গ্রামের তিন ও চার নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ চলাচলের জন্য একটি পাকা রাস্তা তৈরি করার দাবি করে আসছেন। অভিযোগ বাম আমল কিংবা রাম আমলে তাদের ভাগ্যে আর পাকা রাস্তা জুটেনি। এভাবেই দীর্ঘ বছর কেটে গেলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাহুলের আবেদন প্রত্যাখান সুরাটের দায়রা আদালতে

**সুরাট, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবেদন খারিজ করে দিল সুরাটের আদালত। ফলে স্বস্তি আর পেলেন না রাহুল, ''মোদি পদবি'' মন্তব্যের জন্য ২০১৯ সালের মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন রাহুল, সেই রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কিন্তু, বৃহস্পতিবার রাহুলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে সুরাট আদালত। সুরাটের আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছিল রাহুলের সাংসদ পদ ফিরে পাওয়া, কিন্তু তা আর হল না।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচারের সময় কর্নাটকের কোলারে 'মোদী' পদবি তুলে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গত ২৩ মার্চ সুরাট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রাহুলকে ২ বছর জেলের সাজা দিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ২৪ মার্চ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে গত ৩ এপ্রিল সুরাটেরই দায়রা আদালতে (সেশনস কোর্ট) আবেদন জানিয়েছিলেন রাহুল। বিচারক আরপি মোগেরা তা গ্রহণ করে জামিন বহাল রাখার নির্দেশ দেন। তবে সে দিন দায়রা আদালত রাহুলকে দোষী ঘোষণা করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# উপনির্বাচনে ধনপুর কেন্দ্রে যীষ্ণু দেববর্মাকে প্রার্থী করবে বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** সদ্য সমাপ্ত হাইভোল্টেজ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের পর আরেকটি উপনির্বাচনের সাক্ষী হতে চলেছে রাজ্যবাসী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিধায়ক পদে ইস্তফা দেয়ায় ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলামে কেন্দ্রে বিজিত প্রার্থী যীষ্ণু দেববর্মাকে প্রার্থী করতে চলেছে।

বিজেপির সূত্রগুলি বলেছে যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই বিজেপির সিনিয়র নেতাদের একটি অংশ দল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং যীষ্ণু দেববর্মাকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিজেপির দিল্লি নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ

চেয়েছে।

প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন। সিপাহিজলা জেলার ধনপুর আসনের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও বিজেপি সর্বস্তরে প্রস্তুতি শুরু করেছে।

এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা উপমুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসাবে যীষ্ণু দেববর্মার নাম প্রস্তাব করেছেন। তাই দল উপনির্বাচনে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যীষ্ণু দেববর্মাকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায় যে সম্প্রতি দিল্লি এবং রাজ্যেও উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী বাছাই নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। সভা চলাকালীন সমস্ত নেতা সর্বসম্মতিক্রমে যীষ্ণু দেববর্মার নাম প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৮৯ ▫ ২২ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫ ৮ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## কোভিড রুখিতে ৫ স্তরীয় নীতি

নতুন করিয়া করোনার বাড়বাড়ন্ত যেন নাজেহাল করিয়া দিয়াছে স্বাস্থ্যমন্ত্রককে। দেশের একাধিক রাজ্যে ফের মাস্ক পরিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে ভিড় এড়াইয়া যাইতে। কিন্তু কোনও কিছুই যেন করোনা সংক্রমণে লাগাম টানিতে পারিতেছে না। উলটে দেশের কোভিড সংক্রমণ বাড়িতেছে হু হু করিয়া। বৃহস্পতিবারও দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা বাড়িয়াছে ২০ হাজার।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হইয়াছেন ১২ হাজার ৫৯১ জন। গতকাল এই সংখ্যাটা ছিল প্রায় সাড়ে ১০ হাজার। একদিনে দৈনিক আক্রান্ত প্রায় ২০ শতাংশ বাড়িয়াছে। উদ্বেগজনক বিষয় হইল, দেশের দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেট দুটোই হু হু করিয়া বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বর্তমানে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৬৫ হাজার ২৮৬। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাস প্রাণ কাড়িয়াছে মোট ২৯ জনের। ফলে দেশের মোট মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ২৩০। সুস্থতার হারও সামান্য হইলেও নিম্নমুখী। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.৬৭ শতাংশ। রাজধানী দিল্লির পরিসংখ্যান রীতিমতো উদ্বেগজনক। স্রেফ দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১ হাজার ৭৬৭ জন আক্রান্ত হইয়াছেন। রাজধানীতে একদিনে মৃত্যু
হইয়াছে ৬ জনের। যাহা চলতি বছরে সর্বোচ্চ। মহারাষ্ট্রেও একদিনে ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, আপাতত কোভিড বিধি মানিয়া চলাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে উদ্বেগের বিশেষ কারণ নাই। ওমিক্রনের যে সাব ভ্যারিয়েন্টের জেরে নতুন করিয়া করোনা বাড়িতেছে, সেটার মারণ ক্ষমতা কম। তবে কেন্দ্র সতর্ক। ইতিমধ্যেই করোনা নিয়া বৈঠক করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ্য উপদেষ্টা পি কে মিশ্র। দেশজুড়িয়া করোনা রুখিতে ৫ স্তরীয় কৌশলের পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে কোভিডবিধির উপর।

## অভিষেকের ‘সংযোগ-যাত্রা’কে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা ২০ এপ্রিল (হি. স.) : জনসংযোগ কর্মসূচির জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূলের সংযোগ যাত্রাকে তুমুল কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

অভিষেকের এই গ্রাম যাত্রা কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতির খোঁচা, “৪০ বছর বয়সে যুবরাজ জীবনে প্রথমবার গ্রামে যাবেন। অথচ উনি গ্রামেরই প্রতিনিধি। রাহুল গান্ধী ৫০ বছরে প্রথমবার গিয়েছেন আর যুবরাজ একটু আগে শুরু করছেন।”

উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। আগামী ২৫ ও ২৬ এপ্রিল কোচবিহারে সংযোগ যাত্রা করবেন অভিষেক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। দিনহাটা, মাথাভাঙা ও তুফানগঞ্জে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। এরপর ২৭, ২৮ এবং ২৯ এপ্রিল থাকবেন আলিপুরদুয়ারে। এভাবেই আগামী দু’মাস গোটা রাজ্যে চলবে সংযোগ যাত্রা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অভিষেক নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে কারা কেমন কাজ করছেন, খোঁজ নেবেন। কাকে প্রার্থী করা উচিত, জানতে চাইবেন। এই কর্মসূচি তারই অংশ।

দিলীপবাবুর কথায়, দুয়ারে সরকারে কর্মচারী নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আর দেওয়ার মতো টাকা নেই। দিদির দূত সব ভগ্নদূত হয়ে গিয়েছে। লোকে গাছে বেঁধে আটকে রাখছে গ্রামে গ্রামে। এই কর্মসূচির ফলাফল কী? চেষ্টা করছে মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে।” ‘দুয়ারে সরকার’ এবং ‘দিদির দূতে’ জনগণের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তাই পঞ্চায়েত ভোটকে মাথায় রেখে আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে, তাঁদের সমস্যা সমাধান করাকেই পাখির চোখ করছে শাসকদল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিকেলেই বলেন, “এই গরমের মধ্যেও মানুষের কাছে পৌঁছে যাব আমরা। অভিষেককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও অভিষেককে বলছিলাম গরমের মধ্যে এই কর্মসূচি বেশ কঠিন।” তবে অভিষেক জানিয়েছেন তাঁর অসুবিধা হবে না। সারা বাংলা ঘুরে ‘সংযোগ যাত্রা’ করবেন অভিষেক। দু’মাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন তিনি। “

শুধু অভিষেক বা তৃণমূলের কর্মসূচি নয়, দিলীপ ঘোষ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেছেন। বুধবার তৃণমূল সভানেত্রী দাবি করেছিলেন, ২০২৪ এ মাত্র ২০০ আসনেই শেষ হবে বিজেপি। পালটা দিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতির কটাক্ষ, কার শাপে যেন গরু মরে না? ২০১৯-এও বলেছিলেন বিজেপি ফুস। ওঁরা না কি ৪২এ ৪২ পাবে। পরিণাম কী হল? ওঁর এক ডজন সিট কমে গেল। যাদের উনি কলকাতায় সভা করতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।” দিলীপবাবুর আরও সংযোজন, “সবাই জেনে গিয়েছে ব্যাপারটা। তাই মমতাকে আর কেউ ডাকে না। কারণ ওঁর দৃষ্টি পড়লেই সর্বনাশ।”

## বদ্রীনাথ ধামে প্রবল তুষারপাত, ভারী বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় ঠান্ডা

জোশীমঠ, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বৃষ্টির পর শ্রী বদ্রীনাথ ধাম, হেমকুন্ড সাহিব-লোকপাল সহ নিতি-মানা উপত্যকায় প্রবল তুষারপাতের কারণে পুরো সীমান্ত এলাকায় আবার ঠান্ডা শুরু হয়েছে।২৭ এপ্রিল খুলতে চলেছে শ্রী বদ্রীনাথ ধামের দরজা। মাস্টার প্ল্যানের কাজের পাশাপাশি, বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটি এবং নগর পঞ্চায়েতের অগ্রিম দলগুলি দরজা খোলার আগে প্রস্তুতিতে নিযুক্ত ছিল, তবে তুষারপাতের কারণে সময়মতো কাজগুলি শেষ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।হেমকুন্ড সাহিবের গেট খোলার আগে সেনা দল ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুন্ড সাহিব রাস্তা পর্যন্ত তুষার পরিষ্কার করতে ঘাঙ্গারিয়া পৌঁছেছিল, কিন্তু ফের তুষারপাতের কারণে সেনাবাহিনীকে চলাচলের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

## সিজিওতে এবার তলব অয়ন-ঘনিষ্ঠ চার জনকে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.) : এবার অয়ন শীলের স্ত্রী কাকলি শীলকে ডেকে পাঠাল ইডি। বৃহস্পতিবার দুপুরে যখন এই নোটিস দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে, ঘটনাচক্রে তখন সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন সামলাচ্ছেন, অয়নের বান্ধবী বলে পরিচিত শ্বেতা।

ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হুগলির প্রোমোটার অয়নের স্ত্রী ছাড়াও তাঁর পুত্র এবং তাঁর সংস্থার দুই কর্মীকেও তলব করা হয়েছে। শুক্রবার সকালেই তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে সিজিওতে।

এর আগে বুধবার অয়নের বৃদ্ধ বাবা-মাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পরের দিনই বৃহস্পতিবার সকালে অয়নের বান্ধবী বলে পরিচিত মডেল অভিনেত্রী শ্বেতা আসেন ইডির দফতরে। এই শ্বেতার সঙ্গে অয়নের আর্থিক লেনদেনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।এ ছাড়াও ওই সূত্রে জানা গিয়েছে। শ্বেতার সঙ্গে অয়নের হোয়াট্সঅ্যাপ কথোপকথনও হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। অন্য দিকে, অয়নের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিতে তাঁর স্ত্রীর নামের অ্যাকাউন্ট থেকেও আর্থিক লেনদেনের তথ্য হাতে এসেছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

# কণ্ঠরোধের তন্ত্র

*খুব তুচ্ছ কারণে যদি মামলা দিয়ে হয়রানি করে সাধারণ বাকস্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আস্তে আস্তে কোনো কিছুই বলা বা লেখার স্বাধীনতা থাকবে না। আজ যারা স্বার্থ ও সুবিধার কারণে ক্ষমতাবানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যমের বাকস্বাধীনতায় লাগাম দেওয়ার সওয়াল করছেন, তাদের এই কথাটা ভেবে দেখা খুব জরুরি।* ***চিররঞ্জন সরকার***

চুপ করিয়ে দেওয়া, থামিয়ে দেওয়া, কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া মোটেও ভালো কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই ঘটনাটিই সমাজের নানা পর্যায়ে ঘটছে। যে যেখানে শাক্তিশালী, সে-ই প্রতিপক্ষের কণ্ঠ রোধ করার ব্যাপারে মরিয়া হয়ে উঠছে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাদের পরাক্রম দেখাতে যখন কণ্ঠরোধের তন্ত্র কায়েম করেন, তখন আসলে সমাজের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আর শ্বাসরোধ হওয়া ব্যক্তি যে জীবন বাঁচাতে ছটফট করে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাঁচতে চায়, এটা কে না জানে? এতে করে অনিবার্য অস্থিরতাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করার সময় কারও আছে বলে মনে হয় না। বিশেষত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিজেদের আচরণের ব্যাপারে একেবারেই বেপরোয়া। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এই বেপরোয়া ও অপরিণামদর্শী আচরণের কারণে পুরো সমাজটাই যেন রসাতলে যেতে বসেছে।

দৈনিক ‘প্রথম আলো’র সম্পাদক মতিউর রহমান ও প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শামসের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার কথাটি উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে। গত ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত একটি সংবাদে একজন দিনমজুরের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে উদ্ধৃত করা হয়, “পেটে ভাত না জুটলে স্বাধীনতা দিয়া কী করুম। বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায়। আমাগো মাছ, মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা লাগব।” এই উদ্ধৃতির সঙ্গে একটি শিশুর ছবি ছিল, যে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে স্মৃতিসৌধের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এ সংক্রান্ত ফেসবুক পোস্ট ও খবরের স্ক্রিনশট বেশ ভাইরাল হয়। প্রতিবেদনে ওই উক্তিটি আরেক ব্যক্তির হলেও শিশুটির ছবি বিভ্রান্তি তৈরি করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। পরে পত্রিকাটি পোস্ট সংশোধন করলেও এই খবরটিকে ‘মিথ্যা’ ও ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ উল্লেখ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫-এর (২), ৩১, ৩৫ ধারায় আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এবং বিভ্রান্তি ছড়াতে মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছে। প্রথম আলো, প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক, বার্তা সম্পাদক কিংবা সম্পাদক দোষী না নির্দোষ ওই আলোচনায় যাব না। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে ইতিমধ্যে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়েছে। তবে দেশের শীর্ষ একটি পত্রিকার সম্পাদকের নামে এভাবে মামলা করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে গ্রেফতার করার ঘটনাটি ভীষণ উদ্বেগের। শেষপর্যন্ত সম্পাদকের আগাম জামিন এবং প্রতিবেদকও জামিন পেয়েছেন। তবে এর ফলে আখেরে ক্ষতি হবে গণমাধ্যমের, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোপরি দেশের ভবিষ্যৎ সমাজের।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত যে কোনো প্রতিবেদনের ভুল বা অসঙ্গতি থাকলে কেউ তা নিয়ে সংক্ষুব্ধ হতে পারেন এবং তা নিরসনের জন্য দেশে প্রেস কাউন্সিল আইন রয়েছে। বিদ্যমান ওই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল আইনকে উপেক্ষা করে সরাসরি কোনো প্রতিবেদককে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো, গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং সমালোচনামূলক বা ভিন্নমত প্রকাশ করলে শায়েস্তা করার অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলে, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের নামান্তর। নানা সীমাবদ্ধতা ও অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনও বিত্তবান, ক্ষমতাবানদের নিষ্ঠুরতা, অন্যায় অত্যাচার-অনাচার তুলে ধরার একমাত্র জায়গা হচ্ছে গণমাধ্যম। দেশে কার্যকর বিরোধী দল বা বিরোধী রাজনীতির অভাব পূরণের প্ল্যাটফর্মও হচ্ছে গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যম যদি কোনো কারণে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তা সামষ্টিক ক্ষতি। যদিও গণমাধ্যমের ব্যাপারে মানুষের বিস্তর অভিযোগ আছে। কোনো কোনো গণমাধ্যম ঘটনাকে একপেশে বা খণ্ডিত আকারে প্রকাশ-প্রচার করে, ক্ষমতাবানদের দালালি করে, দুর্নীতিগ্রস্ত মালিকশ্রেণির পক্ষে ভূমিকা পালন করে, কখনো কখনো সামাজিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পও ছড়ায়। বস্তুনিষ্ঠতার ব্যাপারে বেশিরভাগ গণমাধ্যম উপেক্ষা প্রদর্শন করে। গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে এমন বিস্তর অভিযোগ আছে। আজকাল তথ্যই হচ্ছে শক্তি, সবচেয়ে বড় অস্ত্র। বস্তুনিষ্ঠ এবং দায়িত্বশীলভাবে এটির ব্যবহার করা না হলে সমাজে বহু অনাচারের উদ্ভব ঘটবে। এতদ সংশ্লিষ্ট পেশার সঙ্গে সরাসরি যেসব মানুষ জড়িত এ বিষয়ে তাদের দায় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য এ জন্য তাদের পেশাগত এমনকি জানমালের ঝুঁকিও কম নয়। বোধ করি আখেরে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে এই বহুমাত্রিক ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি, পেশা এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু ওই কাজটি না করে রাষ্ট্র যদি নিজেই নিপীড়কের ভূমিকা পালন করে, তাহলে আর ভরসা কোথায়?

এটাও ঠিক যে, বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যা খুশি তা-ই বলা বা ছাপা যায় না। বিশেষত তা যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়। কিংবা যদি তা বিদ্বেষপ্রসূত হয় বা একটি গোষ্ঠীর মনে আঘাত লাগে। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন, কোনো কথায় কারও মনে আঘাত লাগলে সেটা বিবেচ্যই নয়। বাকস্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতাটুকুর কারণেই জরুরি। বাকস্বাধীনতার ব্যাপারটি একটু জটিল। ধরা যাক, আমার স্বাধীন কথায় আপনার মনে আঘাত লাগতে পারে। কথাটা বলে আমার নিজের আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই চক্করে আপনার খারাপ লাগা বাড়ছে। এতে আপনি আপত্তি জানালে আমার কথা বলার অধিকার খর্ব হয়। আবার আপনার মানসিক অবস্থা বিচার করলে আমার বাক-সংযমের ব্যাপারটিও সামনে চলে আসে।

প্রায় সব কথাতেই কারও না কারও মনে আঘাত লাগতে পারে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। রাষ্ট্র অনেক সময় নাগরিকদের খারাপ লাগাকে গুরুত্ব দেয়। কোনো কোনো রাষ্ট্র কারও কোনো কথা খারাপ লাগলেই (এমনকি, খারাপ লাগার আশঙ্কা থাকলেও) তা নিষিদ্ধ করে দেয়। আমাদের দেশে যেমন ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ নিষিদ্ধ। ফ্রান্সে যেমন ইহুদিবিদ্বেষী কথা নিষিদ্ধ। অনেক সময় রাষ্ট্র বলতে পারে, যে কথা শুনতে খারাপ লাগছে, অথবা যে সিনেমা-ছবি-বই-নাটকে কোনো বিশ্বাসে আঘাত লাগছে, দয়া করে সেগুলোকে এড়িয়ে চলুন। ভালো না লাগলে সালমান রুশদি বা তসলিমা নাসরিনের বই পড়বেন না। আপনি যে গান শোনেন তা আমার কুরুচিকর মনে হতে পারে, এবং সেই গান লোকে শুনে যদি ভাবে যে, সমাজ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, সেই চিন্তাও আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না মাইকে সজোরে সেই গান চালিয়ে আপনি আমার জীবন অতিষ্ঠ করছেন, ততক্ষণ আপনার সেই গান শোনায় হস্তক্ষেপ করার পক্ষে যুক্তি দুর্বল, কারণ আপনার যা ঘোর অপছন্দের, তা হয়তো আরেক জনের কাছে বেঁচে থাকার মন্ত্র। সেই জন্য মানুষের মত-মন্তব্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে থাকাই সমীচীন। অবশ্য, কোনো মত-মন্তব্য যখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে বিলক্ষণ। কিন্তু সেটা বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রক্রিয়া।

কিন্তু রাষ্ট্র যদি নানা উছিলায় বাকস্বাধীনতা খর্ব করতে থাকে, তা হলে কি এমন একটা সমাজে পৌঁছনো যাবে যেখানে সবাই একে অপরকে ‘কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাউরুটি আর ঝোলাগুড়’-এর বাইরে কোনো কথা বলবে না? মুশকিল হলো, বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিতে দিলে এমন ‘নিরামিষ’ সমাজে পৌঁছনোও অসম্ভব। কারণ, রাষ্ট্র তো কোনো বায়বীয়, বিমূর্ত অস্তিত্ব নয়। সেই ক্ষমতার চূড়ায় যাঁরা বসে থাকেন, তাঁদের দল আছে, মতাদর্শ আছে, বিশ্বাস আছে, নিজস্ব ‘ভাবাবেগ’ আছে, এবং তাতে আঘাতও লাগে বড় সহজেই। সেই রাষ্ট্র ‘ন্যায়নুগ’ হবে, অর্থাৎ সবার ভাবাবেগকে সমান মর্যাদা দেবে, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। অতএব রাষ্ট্রের হাতে বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার একবার তুলে দিলে শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকারটুকুই খর্ব হবে, যারা রাষ্ট্রের চালকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখায়।

খুব তুচ্ছ কারণে যদি মামলা দিয়ে হয়রানি করে সাধারণ বাকস্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আস্তে আস্তে কোনো কিছুই বলা বা লেখার স্বাধীনতা থাকবে না। আজ যারা স্বার্থ ও সুবিধার কারণে ক্ষমতাবানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যমের বাকস্বাধীনতায় লাগাম দেওয়ার সওয়াল করছেন, তাদের এই কথাটা ভেবে দেখা খুব জরুরি।

এখানে একটা কথা মনে রাখা ভালো যে, বাকস্বাধীনতা জিনিসটা কিন্তু নিখরচায় মেলে না। বহু ক্ষেত্রেই তার মূল্য চোকাতে হয়। বন্ধুবিচ্ছেদ থেকে মানহানির মামলা, সবই হতে পারে। অফিসে বসের বিরুদ্ধে বাকস্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করলে চাকরি যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতাগুলোও অপর দিকের স্বাধীনতারই প্রকাশ। যতক্ষণ তা আইনের স্বীকৃত গণ্ডিতে থাকছে, অর্থাৎ কোনো কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে না আসছে, ততক্ষণ এতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র যদি বাকস্বাধীনতায় লাগাম পরাতে আসে, সেটা বিপজ্জনক, কারণ রাষ্ট্রই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার হাতে দমনপীড়নের আইনি অধিকার আছে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রে যেহেতু ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি, তাই সেই ক্ষমতার ওপর লাগাম পরানোই গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য, তার প্রসার নয়। পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় যে, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নাগরিকদের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, যা যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে আমাদের সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রক্রিয়া দ্রুত বন্ধ করা না হলে দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কবর রচনা হবে। তাই দলমত নির্বিশেষে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষের সকল শক্তির দায়িত্ব ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি তোলা। কণ্ঠরোধের তন্ত্র নয়, কণ্ঠ ছেড়ে গাইবার তন্ত্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক।

# দেশের প্রথম সমকামী যুবরাজ মানবেন্দ্র ইলেকট্রিক শক দিয়ে “চিকিৎসা” করেছিল পরিবার

**বিশেষ প্রতিবেদন।।** গুজরাতের রাজপিপলার রাজপুত রাজা মহারানা রঘুবীর ও রানি রুক্মিণীদেবীর কোল আলো করে যেদিন এসেছিল মানবেন্দ্র, সেদিন থেকেই ভবিষ্যতের মহারাজা হিসেবে তার ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে গেছিল। ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। রাজপুত বংশের আর পাঁচটা ছেলের মতোই মহাধূমধামে উদযাপিত হয়েছিল তার জন্ম। যুবরাজ মানবেন্দ্র সিং গোহিল। গোহিল রাজপুত পরিবারের ৩৯তম বংশধর। বড় হয়ে ঘোড়ায় চড়ে, তরবারি হাঁকিয়ে রাজ্যশাসন করবেন তিনি, সকলে এমনটাই ভেবেছিলেন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ছক ভেঙে খানখান করে দেন মানবেন্দ্র। তৈরি করেন এমন এক নজির, যা ইতিহাসের পাতায় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আজ থেকে ১৬ বছর আগে সবার সামনে এসে নিজের সমকামী পরিচয়কে মেলে ধরেন। তিনিই দেশের প্রথম সমকামী রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বহু সামাজিক বাধা, ভয়, লজ্জা, অস্বস্তিকে সপাটে উড়িয়ে দেন তিনি। দৃষ্টান্ত গড়েন দেশের তথা গোটা বিশ্বের দরবারে।

মানবেন্দ্রর বয়স যখন ১২, তখনই নিজেকে একটু একটু করে চিনতে শুরু করে সে। বুঝতে পারে শরীরে ছেলে হলেও, তার মনের মধ্যে কোথাও বাস করে একটি মেয়ে। বুঝতে পারে, তার আকর্ষণও ছেলেদের প্রতি। যদিও সে সময়ে কাউকেই সে কথা বলতে পারেনি সে। পরিবারের সকলের থেকেই আড়াল করে রেখেছিল নিজের সত্তাকে। উপায়ই বা কী ছিল! আজ থেকে বছর ২৫ আগে সমকামিতা মেনে নেওয়া দূরের কথা, এ নিয়ে সকলে জানতেনই বা কতটুকু!

এভাবেই কাটে কৈশোর, আসে যৌবন। একসময় পরিবারের রীতি মেনে বিয়েও করতে হল তাঁকে। রাজপরিবারেরই এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে মহা ধূমধামে বিয়ে হল। কিন্তু নিজেকে চিনে ফেলা ও বুঝে ফেলা মানবেন্দ্র বেশিদিন ঠকাতে পারলেন না স্ত্রীকে। ভেঙে দিলেন বিয়ে। ডুবে গেলেন অবসাদে। ততদিনে ধীরে ধীরে পরিবারের কাছেও স্পষ্ট, বিয়ে ভাঙার কারণ।

গোহিল বলেন, “২০০২ সালে আমি বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁদের জানিয়েছিলাম, আমার কথা। বলেছিলাম, আমি মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট নই, পুরুষদের প্রতিই আকৃষ্ট। ওরা ভেবেছিল এটা অসম্ভব একটা কিছু। এত সংস্কৃতিসম্পন্ন, উচ্চবিত্ত পরিবারে কেউ যে এমন হতে পারে, তা ওরা মেনে নিতে পারেনি। পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে যে ব্যক্তিগত যৌন পরিচয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, তা আমি বোঝাতে পারিনি।”

সত্যিই তো, রাজপুত্র বলে কথা, সে নাকি সমকামী! গোটা বিষয়টি চারদেওয়ালে বন্ধ করে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি পরিবার। সেই সঙ্গেই চলেছিল “চিকিৎসা”। এমনকি বাদ যায়নি ঝাড়ফুঁকও। গোহলির কথায়, ওরা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে, আমার “মাথা” ঠিক করে দিতে। আমায় ইলেকট্রিক শকও দেওয়া হয়, “চিকিৎসা” হিসেবে। যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন আমায় বিভিন্ন ধর্মগুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ভয়ংকর ভেঙে পড়ি। আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলাম।”

কিন্তু একসময় বিদ্রোহ করেন যুবরাজ মানবেন্দ্র। অবসাদ ঝেড়ে ফেলে ঠিক করেন, প্রকাশ্য আনবেন তাঁর নিজের পরিচয়। ততদিনে গোটা দেশে এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে খানিকটা আন্দাজ পেয়েছেন তিনি। বুঝেছেন, সমাজের এত উপরতলার বাসিন্দা হয়েও যদি এমন সমস্যা হয় তাঁর সঙ্গে, তাহলে সাধারণ পরিবারের কেউ সমকামী হলে তাঁর লড়াই ঠিক কতটা কঠিন!

এর পরে ২০০৬ সালে প্রথমবার সামনে আসে তাঁর জীবনের গল্প। ৪১ বছর বয়সে বিশ্বের প্রথম সমকামী যুবরাজ বলে নিজেকে ঘোষণা করেন তিনি। রাজপরিবার মেনে নেয়নি কোনওভাবেই। সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজপরিবারের তরফে ঘোষণা করা হয়, মানবেন্দ্র গোহিলের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই।

এর পরে ২০০৬ সালে প্রথমবার সামনে আসে তাঁর জীবনের গল্প। ৪১ বছর বয়সে বিশ্বের প্রথম সমকামী যুবরাজ বলে নিজেকে ঘোষণা করেন তিনি। রাজপরিবার মেনে নেয়নি কোনওভাবেই। সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজপরিবারের তরফে ঘোষণা করা হয়, মানবেন্দ্র গোহিলের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই।

এসবের পরোয়া করেননি মানবেন্দ্র। তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন এলজিবিটিকিউ আন্দোলনের সঙ্গে। শুরু করেন “লক্ষ্য” ট্রাস্ট, যাঁরা প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের কল্যাণে কাজ করে, কাজ করে এইডস রোগীদের নিয়ে।

পরে একটি সাক্ষাতারে মানবেন্দ্র বলেছেন, “আমি যেদিন সত্যিটা সবাইকে জানাই, আমায় নিয়ে গড়ে ওঠা সকলের সমস্ত ধারণা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যায় বহু মানুষ। রাস্তাঘাটে চিৎসার করে স্লোগান ওঠে, আমি রাজপরিবারের লজ্জা, আমি ভারতের সংস্কৃতিকে অপমান করেছি। খুনের হুমকি পেতে থাকি। দাবি ওঠে, আমি যেন রাজপরিবারের পদবি ব্যবহার না করি।”

এমনটা যে একেবারে আশাতীত ছিল মানবেন্দ্রর কাছে, তা নয়। তিনি জানতেন, তাঁর আশপাশের সমাজ খুবই গোঁড়া এবং দেশে তখনও সমকামী অধিকারের বিষয়টি বিশেষ আলোচিত নয়। সমকামীদের পাগল বলে দাগিয়ে দেওয়ারও প্রবণতা ছিল সমাজে। সেসময়ে দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, “আমি সাধারণ মানুষকে দোষ দিচ্ছি না। এই বিষয়টিকে সমাজ এতটাই ব্রাত্য করে রেখেছে, যে সেখানেই আসল গলদ লুকিয়ে আছে।”

ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়ে তাঁর। দেশের নানা প্রান্তে তো বটেই, বিদেশেও নানা অনুষ্ঠানে ডাক পেতে শুরু করেন। অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাজপিপলার যুবরাজের কণ্ঠে জোর পেয়েছে গোটা বিশ্বের সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার। ২০০৮ সালে আরও একবার ছক ভেঙে দেশের প্রথম সমকামী পুরুষ হিসেবে একটি শিশুকে দত্তকও নেন তিনি। ২০১৩ সালে বিয়েও করেন পছন্দের সঙ্গীকে।

২০১৮ সালে সুপ্রিম্য কোর্টে আইনি বৈধতা পায় সমকামিতা। ১৫ একর জায়গা নিয়ে বিশাল এক আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন মানবেন্দ্র। জায়গা করে দেন এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের বহু প্রান্তিক মানুষকে। ঘটনাচক্রে, গোহিল রাজপুত পরিবারেরই জমিতে গড়ে ওঠে এই কেন্দ্র, যে পরিবারের সমস্ত অধিকার থেকে একদিন তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সমকামিতার “অপরাধে”।

আজ অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে এলজিবিটিকিউ আন্দোলন। যদিও তার পরেও দেশজুড়ে তৃতীয় লিঙ্গের ও রূপান্তরকামী মানুষদের উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শেষ নেই। এমনকি বহু জায়গায় রমরমিয়ে চলছে “কনভার্শন থেরাপি”, অর্থাৎ যৌনতা বদলে দেওয়ার থেরাপি। কোথাও চলছে ইলেকট্রিক শক, কোথাও বা মারধর। এসবের মধ্যে এলজিবিটিকিউ-দের মধ্যে প্রতিদিন বাড়ছে অবসাদ, ঘটছে আত্মহত্যা। ৫৮ বছর বয়সি গোহিলের কথায়, এখনও অনেক লড়াই বাকি। আইনের হাতে সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে হবে না। অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা অনন্ত লড়াই এটা। রাজপরিবার হোক বা সাধারণ ঘর সব জায়গার চিত্রটা কমবেশি একই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# জনগণ সচেতন হয়ে প্রয়াস করলে বড় সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব, এটাই বুদ্ধের দেখানো পথ : প্রধানমন্ত্রী

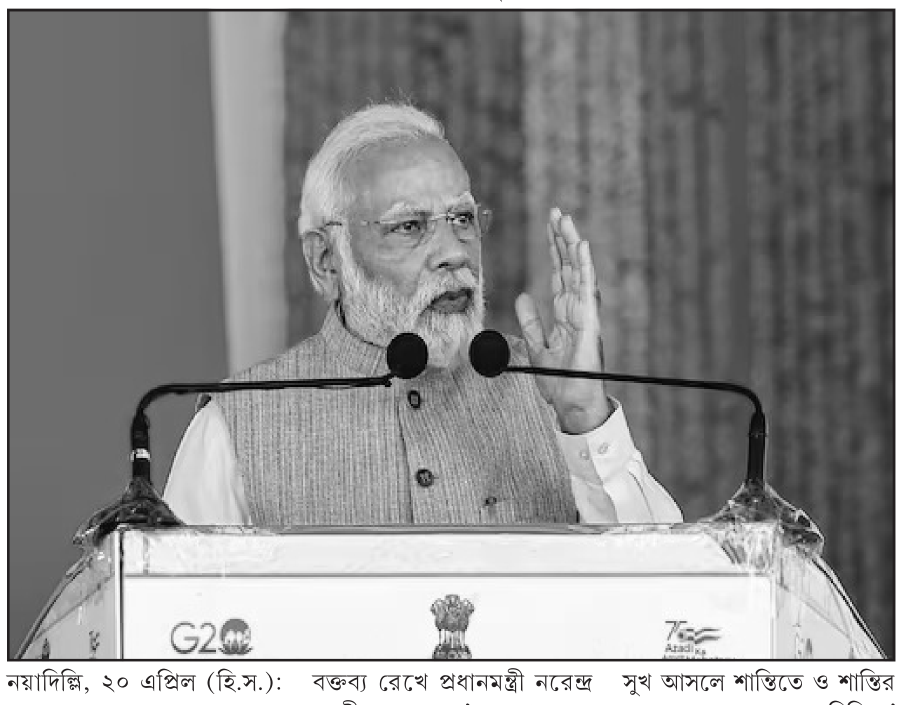

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): জনগণ সচেতন হয়ে প্রয়াস করলে বড় ধরনের সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব, এটাই বুদ্ধের দেখানো পথ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'জয়, পরাজয়, লড়াই, যুদ্ধের উপলব্ধি ত্যাগ করলেই আমরা সুখকে আঁকড়ে ধরতে পারি। ভগবান বুদ্ধ এ সব থেকে উত্তরণের পথ শিখিয়েছেন। শত্রুতাকে শত্রুতা দিয়ে নষ্ট করা যায় না, ভালোবাসা দিয়ে সম্ভব। প্রকৃত সুখ আসলে শান্তিতে ও শান্তির সঙ্গে একত্রে থাকার মধ্যে নিহিত।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে একটি উপলব্ধি, বুদ্ধ রূপের বাইরে একটি চিন্তা, বুদ্ধ মূর্তির বাইরের একটি চেতনা, এবং বুদ্ধের এই চেতনা চিরন্তন এবং ধ্রুব... এই চিন্তা চিরন্তন, এই উপলব্ধি অবিস্মরণীয়।' মোদীর কথায়, 'অমৃত কাল''-এ ভারত এগিয়ে চলেছে উন্নত দেশ হওয়ার পথে। ভারত শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য সংকল্প করেছে। গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছে, যখন ভারত ''অমৃত মহোৎসব'' উদযাপন করছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশন হোক অথবা তুরস্কে ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়... ভারত পূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে ''মম ভাব'' নিয়ে প্রতিটি সংকটের সময়ে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি বিশ্বকে সুখী করতে চাই, তাহলে আত্ম, জগৎ, সংকীর্ণ চিন্তা ত্যাগ করেই এই অন্তর্ভুক্তিত্বের বুদ্ধ মন্ত্রই একমাত্র উপায়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজই পৃথিবীর ওপর কোনও না কোনওভাবে প্রভাব ফেলছে। আমাদের জীবনধারা যাই হোক না কেন, সব কিছুরই প্রভাব রয়েছে। সবাই জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে।'

## ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে রেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : আসন্ন ঈদ উপলক্ষে ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। শিয়ালদা ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে শনিবার ও রবিবার অতিরিক্ত ট্রেন চলবে বলে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ঈদের দিন অনেকেই বাড়ি ফেরেন, কেউ যান ঘুরতে। তাই ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড় হতে পারে। আর সেই কারণে সমস্ত যাত্রীর স্বার্থে শনিবার ও রবিবার ঈদ স্পেশাল মেমু ট্রেন চালানো হবে। শিয়ালদা ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে এই স্পেশাল ট্রেন চলবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিয়ালদা-লালগোলা-কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত সেকেন্ড ক্লাস কোচ যুক্ত হবে বলে জানানো হয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, শিয়ালদা -কৃষ্ণপুর মেমু স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে শুক্রবার রাত ৯ টা ৩৮ মিনিটে। কৃষ্ণপুরে পৌঁছবে রাত ২ টো ৩৫ মিনিটে। পরের দিন শনিবার সকাল কৃষ্ণপুর থেকে ট্রেনটি ১০ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি শিয়ালদা পৌঁছবে দুপুর ৩ টে ২০ মিনিটে। দমদম, ব্যারাকপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, মুরাগাছা, বেথুয়াডহরি, দেবগ্রাম, রাজিনগর, বেলডাঙা, সারগাছি, বহরমপুর কোর্ট, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াবে বলে পূর্ব রেল জানিয়েছে।

## মণিপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা বিজেপি বিধায়কের

ইমফল, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরে গত এক সপ্তাহে তিন-তিনজন বিজেপি নেতা পদত্যাগ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে। করম শ্যাম, থকচম রাধেশ্যামের পর আজ আরেক বিজেপি বিধায়ক এক স্বশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার মণিপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিধায়ক পি ব্রজেন সিং। ব্রজেন সিং থউবাল জেলার অন্তর্গত ওয়াংজিং তেনথা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ছিলেন। আজ ২০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসাবে ''ব্যক্তিগত কারণ'' বলে লিখেছেন।

ব্রজেন সিং এমন এক সময় পদত্যাগ করেছেন, যখন কুকি সম্প্রদায়ের কয়েকজন নির্বাচিত বিধায়ক নয়াদিল্লিতে ক্যাম্প করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত বিধায়কদের অভিযোগ, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিঙের সরকার স্বচ্ছভাবে কাজ করছে না। তাছাড়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও পূরণ করছে না বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন সরকার। তাই তারা বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে নয়াদিল্লি গিয়ে ডেরা পেতেছেন।

প্রসঙ্গত গত ১৭ এপ্রিল পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক করম শ্যাম করেছিলেন। লাংথাবল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করম শ্যাম চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়ে বলেছিলেন, রাজ্য সরকারের সিনিয়র নেতৃত্ব তাঁদের সহকর্মীদের সাথে সম-আচরণ করছে না। জনৈক নেতা তাঁদের সহকর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। শ্যাম আরও বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটি ঐতিহাসিক স্থান বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তা উপেক্ষা করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছেন, '২০২২ সালের ২১ নভেম্বর টুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে আমাকে বসানো হয়েছে, অথচ চেয়ারম্যান হিসেবে কোনও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।' এ-ই শেষ নয়, গত মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল থকচম রাধেশ্যাম মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মণিপুরে নেতৃত্বের একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়েছে। এতে অনেক বিধায়ক অসন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীই হোন বা রাজ্যের দলীয় নেতৃত্ব, তাঁরা পরিবর্তন চান। সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে থকচম রাধেশ্যাম লিখেছেন, 'আমরা যদি স্বচ্ছতা চাই, আমরা যা-ই করি, যা-ই বলি না কেন, আমরা আমাদের মন ও আত্মায় যা ভাবি তা একই হওয়া উচিত এবং সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত।'

## পদপিষ্ট হয়ে ইয়েমেনে মৃত ৮৫

সানা (ইয়েমেন), ২০ এপ্রিল (হি.স.): ইয়েমেনে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন অন্ততপক্ষে ৮৫ জন। বুধবার (স্থানীয় সময়) এই ঘটনাটি ইয়েমেনের রাজধানী সানার ওল্ড সিটি এলাকায় ঘটেছে। ভিড়ের চাপে আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ, তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন ১৩ জন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সানার ওল্ড সিটি এলাকার একটি স্কুল প্রাঙ্গণে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আর্থিক সহায়তা করার জন্য তহবিল দানের আয়োজন করেন। তহবিল সংগ্রহ করতে সেখানে জমায়েত করে প্রচুর মানুষ।

ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় তহবিল সংগ্রহ করার সময় পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। আবার গুলি চলার শব্দও শোনা যায়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লোকজন ছোটাছুটি করতে শুরু করেন। এই ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ৮৫ জন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার আবদেল খালেক আল আঘরি জানিয়েছেন, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

# মুকুলের ব্যাপারে ফের কড়া প্রতিবাদ দিলীপের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি .স.) : মুকুলের বিজেপিতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনায় ফের কড়া প্রতিবাদ জানালেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার দিলীপবাবু বলেন, "বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে ধোঁকা দিয়েছেন মুকুল রায়। তিনি দলের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দিলীপবাবু আদালতে একটি মামলায় জামিন নিতে গিয়েছিলেন হুগলির চুঁচুড়ায়। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আগে ওঁরা বাপ-ব্যাটা ঠিক করে নিন কে ঠিক বলছেন। তৃণমূলে গেলে অনেকের অক্সিজেন কমে, কারও সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কারও হাইড্রোজেন কমে। কার কী কমেছে সেটা চিকিৎসকরা বলবেন।"

এই সূত্রেই দিলীপবাবুর সংযোজন, "আমাদের দলে আসার পর এবং তাঁকে সম্মান দেওয়ার পরে সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে উনি যে ভাবে ধোঁকা দিয়েছেন, আমাদের কর্মীদের মনোবলকে যে ভাবে ভেঙে দিয়েছেন তাতে আমাদেরও ক্ষতি হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। উনি কী বলছেন তাতে কী যায়-আসে? ওঁর না ছেলের, কার কথা মানব আমরা?"

পদ্ম-সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের মত, ''অনেক দিন একঘেয়েমি লাগছিল বসে বসে, একটু দিল্লি বেড়াতে গিয়েছেন, হতেও পারে। উনি (মুকুল) পুরনো সাংসদ, মন্ত্রী ছিলেন, যেতেও পারেন। এখন কী বলছেন না বলছেন, তার কী মানে হয়, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। এই ধরনের নেতাদের কথার অনেক মানে হয়। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, এর কী মানে।"

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে আচমকাই দিল্লি পৌঁছন মুকুল। তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণের তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ। এই আবহে মঙ্গলবার রাতে মুকুল নিজেই জানিয়ে দেন, শরীর ভাল না থাকার কারণে তিনি কিছু দিন পুরো মাত্রায় রাজনীতি করতে পারেননি। এখন শরীর সুস্থ হওয়ায় তিনি অমিত শাহজি, নড্ডাজি (বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা)-র সঙ্গে কথা বলবেন। তেমন পরিস্থিতি হলে তিনি যে আবার বিজেপি করতে পারেন সে কথাও জানিয়েছেন কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক।

যদিও শুভ্রাংশু দাবি করেছেন, তাঁর বাবা পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু মুকুলের দিল্লিযাত্রা এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই ঘটনাক্রম রাজনীতিতে নানা জল্পনা উস্কে দিয়েছে।

## সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ এপ্রিল, শুক্রবার 'সিভিল সার্ভিসেস ডে' উপলক্ষ্যে সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, বেলা এগারোটা নাগাদ সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি জন প্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দেশ গঠনে সিভিল সার্ভেন্টদের অবদানের সর্বদা প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম করতেও উৎসাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠান চলাকালীন জন প্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী। 'হর ঘর জল' যোজনার মাধ্যমে স্বচ্ছ জলের প্রচার; স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের মাধ্যমে 'সুস্থ ভারত'-কে প্রচার করা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

## চালসায় বাইসনের হানায় মৃত ১, জখম ২

চালসা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে বাইসনের হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি জখম হয়েছেন আরও দুইজন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম চৈতু মাহালী। ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সমগ্র চা বাগানে। এদিন সকালে কিলকোট চা বাগানের বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পায়। সাতসকালে বাইসনের খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয় বাগানে। বাইসনটি বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। সেইসময় কুঞ্জ লাইনে চৈতু মাহালী, তাঁর স্ত্রী লালকি মাহালী ও নাতি রণক মাহালীকে আক্রমণ করে বাইসনটি। স্থানীয় জনগণ তিনজনকেই উদ্ধার করে নিয়ে যায় চালসার মঙ্গলবাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে। চৈতু মাহালীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় তাঁকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এদিন বাগানে আসেন খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মী সহ মেটেলি থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বর্তমানে বাইসনটি কুঞ্জলাইন এলাকার চা বাগানের মধ্যে রয়েছে। সেটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করছে বনকর্মীরা।

# রবিবার বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা, অবশেষে স্বস্তির বার্তা হাওয়া অফিসের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তালিকায় নাম ছিল না কলকাতার। স্বস্তির বৃষ্টির আশায় চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে কলকাতাবাসীকে। এমন পরিস্থিতি সুখবর শোনাল হাওয়া অফিস। বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, শনিবার অর্থাৎ ঈদের দিন দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এই আট জেলা ছাড়াও বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে সোমবার-মঙ্গলবার। শুক্রবার থেকে রবিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে। তবে সপ্তাহন্তের স্বস্তির আগে তাপপ্রবাহে জ্বলবে বাংলা। আজ বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের তিন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপপ্রবাহ চলবে। আজ পশ্চিমের জেলাগুলিতে সিভিয়ার হিট ওয়েভ বা চরম তাপ প্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ঝাড়গ্রাম,বীরভূমে চলবে চরম তাপপ্রবাহ। শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল হতে পারে রাজ্যে। জেলায় জেলায় বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রার কমার আশা দেখছে হাওয়া অফিস।

উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক বাতাস বইতে থাকায় শুক্রবার, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতিতে তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। পশ্চিমের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূমে তীব্র তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে থাকছে তাপপ্রবাহের কমলা সতর্কতা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ তারিখ থেকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ বাদে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাদ বাকি জেলায় আগামী শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দুই দিনাজপুর ও মালদহ বাদে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৪০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

# ভূমিধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে, ভোগান্তি অগণিত মানুষের

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে। বৃহস্পতিবার ভোরে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার তহসিল গুন্ডে একটি বিশাল ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রেজান এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, এর ফলে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

এসডিএম (কাঙ্গান) জাভিদ আহমেদ রাথার বলেছেন, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে বরাবর রেজান গ্রামে ভূমিধসের ফলে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিধসে কোনও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। উল্লেখ্য, দুই মাস আগে একই এলাকায় ব্যাপক ভূমিধসে সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভূমিধ্যসের জেরে শ্রীনগর-সোনমার্গ রোডেও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয়েছেন অগণিত মানুষ।'

# বদ্রীনাথ ধামে প্রবল তুষারপাত, ভারী বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় ঠান্ডা

জোশীমঠ, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বৃষ্টির পর শ্রী বদ্রীনাথ ধাম, হেমকুন্ড সাহিব-লোকপাল সহ নিতি-মানা উপত্যকায় প্রবল তুষারপাতের কারণে পুরো সীমান্ত এলাকায় আবার ঠান্ডা শুরু হয়েছে।

২৭ এপ্রিল খুলতে চলেছে শ্রী বদ্রীনাথ ধামের দরজা। মাস্টার প্ল্যানের কাজের পাশাপাশি, বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটি এবং নগর পঞ্চায়েতের অগ্রিম দলগুলি দরজা খোলার আগে প্রস্তুতিতে নিযুক্ত ছিল, তবে তুষারপাতের কারণে সময়মতো কাজগুলি শেষ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হেমকুন্ড সাহিবের গেট খোলার আগে সেনা দল ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুন্ড সাহিব রাস্তা পর্যন্ত তুষার পরিষ্কার করতে ঘাঙ্গারিয়া পৌঁছেছিল, কিন্তু ফের তুষারপাতের কারণে সেনাবাহিনীকে চলাচলের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

## কোভিডে একদিনে মৃত্যু ২৯ জনের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পেল, অতিক্রম করল ১২-হাজারের গণ্ডি। বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৫৯১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৯ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৫,২৮৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,২৩০-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৬১,৪৭৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫৭৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৮,৩৩২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,৩০,৪১৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# ৩-দিন পর জীবিত উদ্ধার অনুরাগ মালু, অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ ছিলেন পর্বতারোহী

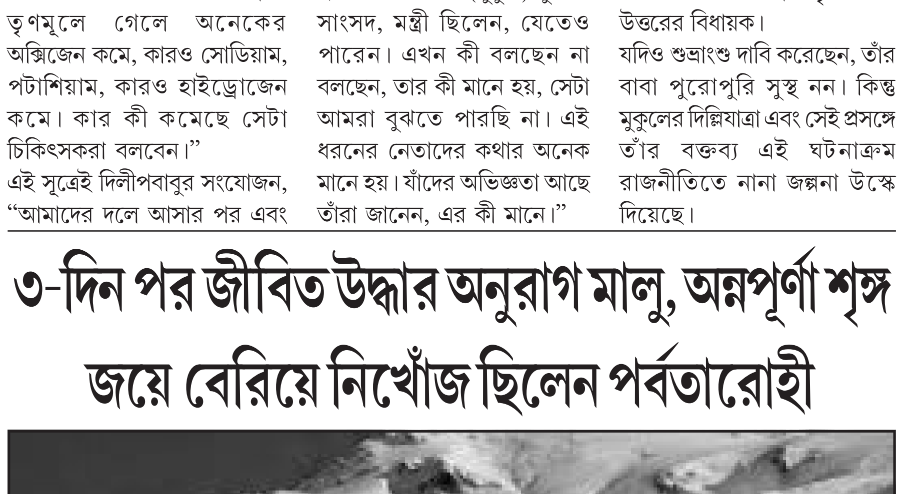

কাঠমান্ডু, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : টানা ৩-দিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার সন্ধান মিলল ''নিখোঁজ'' পর্বতারোহী অনুরাগ মালুর। বৃহস্পতিবার জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে অনুরাগকে। সেভেন সামিট ট্রেকস থেকে মিংমা শেরপা জানিয়েছেন, অনুরাগ মালুকে অন্নপূর্ণা পর্বত থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে মণিপাল হাসপাতালে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

দশম উচ্চতম শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা পর্বত অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন রাজস্থানের পর্বতারোহী অনুরাগ মালু। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি অভিযান জারি ছিল। গত সোমবার ৬ হাজার মিটার উচ্চতায় ক্যাম্প থ্রী থেকে নামার সময় অনুরাগ পাহাড়ের খাঁজে পড়ে যান। সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা বাড়াতে তিনি এই অভিযানে গিয়েছিলেন। স্থানীয় শেরপা ছাড়াও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে খোঁজ চালানো হয়। সোমবার দুপুরে মাউন্ট অন্নপূর্ণার তৃতীয় ক্যাম্পের নীচের এলাকা থেকে ৩৪ বছরের এই পর্বতারোহীর খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে বৃহস্পতিবার অনুরাগের খোঁজ মিলেছে এবং সে জীবিত রয়েছে।

# কাজের সন্ধান

## মাধ্যমিক পাশদের থেকে সিআরপিএফ-এ ৯,২১২ তরুন-তরুনী কনস্টেবল নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** সিআরপিএপ-এ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় অর্থাৎ সিআরপিএফ-এ বিভিন্ন পদে এমনকি এ এস আই, এস আই, কনস্টেবল নার্স ও কুক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এখন থেকে র‍্যালী এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এককথায়, এখন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিআরপিএফ-এ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চশিক্ষিত হলেও আবেদন করা যাবে। বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। সিআরপিএফ-এ সারা দেশ জুড়ে কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এ বিশেষ করে সিআরপিএফ-এ এখন ৯২১২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের এক নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে আহ্বান করা হয়েছে। আগে থেকে এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আপাতত শূন্যপদের সংখ্যা দেশ জুড়ে ৯২১২টি হলেও পরবর্তি সময়ে তা বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে পদভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন।

শূন্যপদগুলো হলো —

(০১) পদের নাম - কনস্টেবল, পুরুষ (টেকনিক্যাল/ ট্রেডসম্যান) ঃ শূন্যপদ ৯১০৫টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ ড্রাইভার ২৩৭২টি, মোটর মেকানিক ভেহিকল ৫৪৪টি, কবলার ১৫১টি, কার্পেন্টার ১৩৯টি, টেইলর ২৪২টি, ব্রাস-ব্যান্ড ১৭২টি, পাইপ-ব্যান্ড ৫১টি, বাগলার ১৩৪০টি, গার্ডেনার ৯২টি, পেইন্টার ৫৬টি, কুক ও ওয়ার ক্যারিয়ার ২৪২৯টি, ওয়াশারম্যান ৪০৩টি, বার্বার ৩০৩টি, সাফাই কর্মচারি ৮১১টি পদ।

(০২) পদের নাম - কনস্টেবল, মহিলা (ট্রেডসওইম্যান) ঃ শূন্যপদ ১০৭টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ বাগলার ২০টি, কুক ও ওয়ার ক্যারিয়ার ৪৬টি, ওয়াশার ওইম্যান ৩টি, হেয়ার ড্রেসার ১টি, সাফাই কর্মচারি ১৩টি এবং ব্রাস-ব্যান্ড ২৪টি পদ।

(০৩) পদের নাম - কনস্টেবল, পুরুষ (টেকনিক্যাল/ ট্রেডসম্যান), পাইওনিয়ার উইং ঃ শূন্যপদ ১১টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ ম্যাশন ৬টি, প্লাম্বার ১টি, ইলেকট্রিশিয়ান ৪টি পদ। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স - ০১-০৮-২০২৩ এর হিসেবে ২১-২৭ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। যেমন এসসি/ এসটি ৫ বছর, ওবিসি ৩ বছর ইত্যাদি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। ২ বছরের আইটিআই কোর্স করা থাকলেও অগ্রাধিকার পাবেন। মূল মাইনে - লেভেল-৩ এর ভিত্তিতে ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে।

শারীরিক মান ঃ সকল পদের ক্ষেত্রেই শারীরিকভাবে ফিট্ হতে হবে। যেমন উচ্চতা - ত্রিপুরার পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, ফুলিয়ে ৮২ সেমি। শুধুমাত্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। দেহের ওজন ঃ উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন বিবেচিত হবে। ডাক্তারি মান ঃ দৃষ্টি শক্তি - চশমা ছাড়া দুই চোখের দূরের দৃষ্টি ৬/৬ এবং ৬/৯। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যাড়া চোখ হলে চলবে না। প্রার্থীদের উচ্চ বর্ণ নির্ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনও প্রকার বর্ণান্ধতাজনিত রোগ থাকতে পারবে না। ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ আবাসিকতার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী প্রার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে।

প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশা সংক্রান্ত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং মেডিক্যাল ফিটনেস বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মিলিটারি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় আরও ৩ বছরের ছাড় রয়েছে। তবে, সেনাবাহিনীর সার্ভিসে এবং পুনর্নিয়োগের ব্যবধান ২৪ মাসের বেশি হতে পারবে না। মেডিক্যাল ক্যাটেগরি অবশ্যই 'এ' প্রকৃতির হবে হবে, যা সেনাকর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যূনতম 'ভালো' বলে প্রশংসিত হতে হবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৫ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ দরখাস্তের ভিত্তিতে কল লেটার পাঠানো হবে। এই কল লেটার নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য এই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে আগরতলায়। শারীরিক পরীক্ষায় সফল হলেই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে, পরীক্ষার তারিখ হিসেবে ১ থেকে ১৩ জুলাই স্থির করা হয়েছে। এমন সারা দেশেই পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। তবে অন্য কেন্দ্রের পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে আগে থেকে ফর্ম ফিলাপের সময় তা জানিয়ে দিতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের। প্রশ্ন থাকবে ১০০টি, মাল্টিপল চয়েস প্যাটার্ণের। সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্নপত্রের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

ইন্টারভিউ ঃ যে সকল প্রার্থী উপরোক্ত লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন এবং ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করতে পারবেন, তাদেরকে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ পিএসটি ও স্কিল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রয়োজনে দপ্তর আগে পিএসটি'র জন্য ডেকে সফল হলে পরে লিখিত পরীক্ষার জন্যও ডাকতে পারে।

ডাক্তারি পরীক্ষা ঃ লিখিত পরীক্ষা, পিএসটি এবং স্কিল টেস্টে যোগ্যতা অর্জনের পর মেধা তালিকায় স্থান দখলকারী প্রার্থীদেরকে শূন্যপদের সংখ্যার ভিত্তিতে ফোর্সের নিয়োগনীতি মোতাবেক ডাক্তারি পরীক্ষায় ডাকা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচন ঃ প্রতিটি ক্যাটেগরিতে মেধা তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা হবে। প্রার্থীদের নিজ খরচায় এবং দায়িত্বে প্রতিটি টেস্ট বা পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। নির্বাচন পরীক্ষা চলাকালীন যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দপ্তর দায়ী থাকবে না।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (পাওয়ার গ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, ইলেকট্রিশিয়ান (কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট (ইগনৌ),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলা সহ সারা দেশে ৫২টি কেন্দ্রে, তবে তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (মেডিকেল রিসার্চ),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **হ্যান্ডিম্যান, এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২০ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস্),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২১ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি-ফিনান্স (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, এমসিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, টেকনেশিয়ান (টিএমসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (এনআইটি)**,
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**,
শূন্যপদ ঃ ২৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ৬ জুন থেকে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (ইসরো)**,
শূন্যপদ ঃ ৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

## আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে ২৮৫৯ চাকরি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উঁচু পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি বা গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। এছাড়া, কিছু বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। যেমন — (১) পরীক্ষা নেওয়া হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সিবিটি মাধ্যমে। (২) ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। পদের নাম - সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ-সি), চাকরি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের অধীনে। এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি।

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৬-০৪-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩২ বছর, ওবিসিদের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৩৭ বছর। বয়সের ছাড় সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো, পদের নাম - **সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ-সি) ঃ** শূন্যপদের সংখ্যা - ২৮৫৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৫৯টি, এসটি'র জন্য ২৭৩টি, ওবিসি'র জন্য ৫১৪টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫২৯টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৯৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ, এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল সবাই এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৩৯টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪৭৮টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, কলেজে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। মূল মাইনে - পে মেট্রিক্স লেভেল-৫ অনুযায়ী শুরুতে প্রতি মাসে ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৬ এপ্রিলের মধ্যে । অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক দু'টি পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি টেস্ট, এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে ১০০টি, প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪ নম্বর। মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় আড়াই ঘন্টা। কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকবে, তা দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। এতে সফল হলে ডাকা হবে কম্পিউটার স্কিল টেস্টের জন্য। তবে পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অর্থাৎ পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে।

কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

## ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ্লোমা ডিগ্রি পাশদের থেকে উঁচু পদে নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইত্যাদি — যে-কোনও পাশ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উঁচুপদে চাকরির জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরে ৮টি বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৩ সালের অনলাইন রিক্রুটমেন্ট এপ্লিকেশনের (ওআরএ) মাধ্যমে ১৪৬ জন তরুণ-তরুণীর নিয়োগ হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউপিএসসি'র তত্বাবধানে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ করা যোগ্য প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭-০৪-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - রিসার্চ অফিসার (ন্যাচারোপ্যাথী)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড, নন-মিনিস্টেরিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - রিসার্চ অফিসার (যোগা)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড, নন-মিনিস্টেরিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (রেগুলেশন এন্ড ইনফরমেশন)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১৬টি। এর মধ্যে এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ (২টি) শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-এ, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১১ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এলএলবি পাশ হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (ফরেনসিক অডিট)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। পদটি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-৮ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ/ পিজিডিএম (ফিনান্স) অথবা সিএ পাশ।

# ঈদে কলকাতায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা

কলকাতা ২০ এপ্রিল (হি. স.) : সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহেই ঈদ উযাপিত হতে পারে। আগামিকাল অথবা শনিবার। এই ঈদের দিনে যাতে কোনও ভাবেই কলকাতার বুকে কোনও অশান্তির ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য এবার কড়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য প্রশাসন। ঈদের দিন কলকাতা শহরে নামানো হচ্ছে সাড়ে ৩ হাজার অতিরিক্ত পুলিশকে।

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঈদ উপলক্ষ্যে শহরের রাস্তায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শহরের ৬৭৮টি জায়গায় নামাজের অনুষ্ঠান হবে।

সেই কারণে ওই দিন সাড়ে ৩ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করছে লালবাজার। সারাদিন আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করবেন বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এছাড়াও থাকছে ৫৮টি ভ্রাম্যমান টহলদারি দল, ৩৬ বাইক টহলদারি। তারা শহরজুড়ে টহলদারি চালাবে। ১৮টি এইচআরএফএস মোতায়েন থাকবে বিভিন্ন জায়গায়। পাশাপাশি, নিরাপত্তার কারণে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা মিলিয়ে মোট ৩৪৬টি পুলিশ পিকেট করা হচ্ছে।

পাশাপাশি, সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশের একটি বাহিনী।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ঈদের দিন শহরে বাড়তি নিরাপত্তা ও নজরদারি চালাবে লালবাজার। পুলিশ সূত্রের খবর, সমস্ত থানাকে নিজেদের এলাকায় কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পদস্থ কর্তারা।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) পান্ডে সন্তোষ জানিয়েছেন, ঈদকে কেন্দ্র করে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষত, সামাজিক মাধ্যমে নজর রাখার জন্য সাইবার বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনওরকম উস্কানিমূলক পোস্ট হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে চলতি বছরে রাজ্যের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। সব থেকে বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল হাওড়া ও রিষড়া শহরের বুকে।

## রাজনাথ সিং কোভিডে আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তা বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছে। এদিনই নতুন দিল্লিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কমান্ডারদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। কিন্তু করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ায় ওই সম্মেলনে যোগ দেননি তিনি।

মৃদু উপসর্গ দেখা দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শরীরে, বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন, সেই মত চিকিৎসকদের পরামর্শে আপাতত বিশ্রামে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

# আইনজীবীরা ধর্মঘটে যেতে পারবেন না, রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : নানান দাবি দাওয়াকে ঘিরে হামেশাই কর্মবিরতি পালন করেন দেশের জেলা ও হাইকোর্টের আইনজীবীরা। আর তার জেরে যেমন বহু মামলার শুনানি পিছিয়ে যায় তেমনি সব থেকে বেশি হয়রানির মুখে পড়েন আমজনতা। পাশাপাশি সরকারি অর্থেরও অপচয় ঘটে। সেই ঘটনা ঠেকাতেই এবার কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরাখন্ডের দেরাহদুন জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েসনের তরফে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুয়ানি শেষে রায় দিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আইনজীবীরা কোনও ভাবেই ধর্মঘটে যেতে পারবেন না বা কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। তাঁদের কোনও অভাব অভিযোগ বা সমস্যা থাকলে জেলা আদালত ও হাইকোর্টে আলাদা কমিটি গঠন করতে হবে।

এদিন এই রায় দিয়েছে বিচারপতি এম আর শাহ এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। তবে তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আইনজীবী বা বার অ্যাসোসিয়েসনের কোনও সদস্য ধর্মঘটে যেতে পারবেন না। কেননা বার বার আইনজীবীরা যেভাবে ধর্মঘটে যাচ্ছেন বা তাদের কাজ থেকে বিরত থাকছেন তা বিচার কাজকে ব্যাহত করছে।

## বই স্বাক্ষর কর্মসূচি সরানো নিয়ে চাপান উতোর

কলকাতা ২০ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে বই স্বাক্ষর কর্মসূচি সরানোর বিষয়টিকে 'আধুনিক বাংলার দুঃখ' বলে মন্তব্য করলেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। এদিকে, ওই কর্মসূচি সরানো নিয়ে চাপান উতোর দেখা দিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে।

বিবেক অগ্নিহোত্রী বৃহস্পতিবার টুইটারে লিখেছেন, 'কলকাতা অ্যাটেনশন। "আর্বান নক্সাল" -এর বই স্বাক্ষর কর্মসূচি কোয়েস্ট মল থেকে সাউথ সিটি মলের স্টারমার্ক বুক শপে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে কোয়েস্ট মল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত। তাই সেই জায়গাটি আমার জন্য সুরক্ষিত নয়।' তাঁর সংযোজন, 'দ্য ট্র্যাজিডি অফ মর্ডান বেঙ্গল।'

বিবেক অগ্নিহোত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্রকুণাল ঘোষ। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, "ডাহা কুৎসা করা হচ্ছে। সস্তায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এই সমস্ত কথা বলছেন তিনি। কোয়েস্ট মলে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ যাচ্ছেন। সমস্ত ধরনের ইভেন্ট হচ্ছে সেখানে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি ভ্যেনুকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর।"

বিবেক অগ্নিহোত্রীকে আক্রমণ করে কুণালের সংযোজন, "আগে গুজরাট ফাইলস-টা করুন। গুজরাটে গিয়ে তা উদ্বোধন করুন। তারপর বড় বড় কথা বলবেন।"

অন্যদিকে, বিবেকের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, "আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বর্গরাজ্য। সেক্ষেত্রে এই বাধাদান কেন! কারণ পশ্চিমবঙ্গে এখন যে সরকার রয়েছে তারা বিভাজনের রাজনীতি করে।

আমরা এভাবে হিন্দু-মুসলমান-হরিজনের নামে সমাজকে বিভক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত নই। আমরা মনে করি দেশ একটাই-ভারতবর্ষ। হিন্দু কোনও ধর্মবাচক শব্দ নয়, জাতিবাচক শব্দ। বহুত্ববাদের দেশে এই ধরনের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। নিঃসন্দেহে তা সরকারের দুর্বলতা। এই ঘটনায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে প্রশাসনিক আত্মসমর্পণ।"

# কর্ণাটকে জমে উঠেছে ভোটের প্রচার, শিবকুমারের ভাই-সহ অনেকেই জমা দিলেন মনোনয়ন

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, কর্ণাটকে এগিয়ে আসছে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে জমে উঠেছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার। বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এদিন বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় শিবিরের অনেকজন নেতা মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। হুবলি-ধারওয়ার-সেন্ট্রাল বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বিজেপি নেতা মহেশ তেনগিনকাই, সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী। আবার এদিনই মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমারের ভাই ডি কে সুরেশ। সুরেশ আবার বেঙ্গালুরুর সাংসদও। তিনি কনকপুরা বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

# ২২ এপ্রিল থেকে ২৩টি ট্রিপের জন্য চলবে গুয়াহাটি-রাঁচি বিশেষ ট্রেন

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও ২৩টি ট্রিপের জন্য গুয়াহাটি-রাঁচি-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেনটি বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। বর্ধিত এই পরিষেবা সংশ্লিষ্ট রুটে দূরপাল্লার যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করবে বলে আশা করছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় জানিয়েছেন, ট্রেন নম্বর ০৫৬৭১ গুয়াহাটি-রাঁচি স্পেশাল ২২ এপ্রিল থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১১:৪০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪:২৫ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৫৬৭২ রাঁচি-গুয়াহাটি স্পেশাল ২৩ এপ্রিল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার ২০.৩০ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ২৩.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। উভয় দিকে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেন নিউ বঙাইগাঁও, আলিপুরদুয়ার জংশন, শিলিগুড়ি জংশন, মালদা টাউন, রামপুরহাট, আসানসোল ও বোকারো স্টিল সিটি হয়ে চলাচল করবে।

তিনি জানান, এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন সব্যসাচী দে।

# সর্বদা ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্মিলিত ধর্ম : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ষষ্ঠদশতম 'সিভিল সার্ভিস দিবস' উদযাপনের সূচনা করেছেন। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এদিন বলেছেন, সিভিল সার্ভিসেস ডে হল নাগরিকদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার এবং প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করার একটি উপলক্ষ।

তিনি বলেছেন, ১৯৪৭ সালের এই দিনে, ভারতের লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সিভিল সার্ভেন্টদের """ভারতের ইস্পাত ফ্রেম"""" হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, সর্বদা ভারতের স্বার্থকে সর্বোচ্চ রাখা আমাদের সম্মিলিত """ধর্ম""""।

সিভিল সার্ভিসের গুরুত্ব তুলে ধরে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কঠিনতম পরীক্ষায় সফল হওয়ার পরেও, সিভিল সার্ভেন্টদের আর্থিক সুবিধা উপলব্ধ বিকল্পগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

কিন্তু সিভিল সার্ভিসে বিশেষ কিছু আছে, যা একজন সিভিল সার্ভেন্টকে জনগণের সেবা ও উন্নতি করার অনন্য সুযোগ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## ধূপগুড়িতে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু চিকিৎসকের

ধূপগুড়ি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি ওভারব্রিজের ওপর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক চিকিৎসকের। আহত হয়েছেন আরও দুজন। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শালবাড়ি ওভারব্রিজের ওপর ছোট গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যাত্রীর। মৃত ব্যক্তির নাম শুভ্রনীল গুহ(৪৫), পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার মুহূর্তে চালকের পাশের সিটে বসেছিলেন তিনি। দুর্ঘটনার সময় তার দিকের গাড়ির এয়ার ব্যাগ না খোলার কারণে গুরুতরভাবে জখম হন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। এদিন তিনি গাড়িতে ক্রান্তি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার সময় শালবাড়ি ওভারব্রিজে দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশের ট্রাফিক গার্ড জানিয়েছে, মৃত শুভ্রনীল গুহ চিকিৎসক ছিলেন। তার বাড়ি জলপাইগুড়ি হলেও আলিপুরদুয়ারে কলেজ পাড়ায় থাকতেন। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী জানায়, দুর্ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে আটক করেছে পুলিশ।

## ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তুরস্ক

আঙ্কারা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : ভূমিকম্পে কাঁপল তুরস্ক। রিকটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪। বৃহস্পতিবার ভোরে সিভরিস শহরের ১১ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে ভূমিকম্পনটি অনুভূত হয়। প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ইউএসজিএস) এসব তথ্য জানিয়েছে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূমি থেকে ১১ দশমিক ২ কিলোমিটার গভীরে।সিভরিস হলো তুরস্কের এলাজিগ প্রদেশের একটি শহর। স্থানীয় সময় ৪টা ১৪ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি।

গেল ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পে দেশ দুটিতে নিহত হন ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

# কর্ণাটককে অবহেলা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকে কংগ্রেসই জিতবে, এই দাবি করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। তাঁর কথায়, কর্ণাটককে অবহেলা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং জে পি নাড্ডা কর্ণাটকের জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, কর্ণাটকে নিজস্ব জোরে ক্ষমতায় ফিরে আসবে কংগ্রেস। বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না, তারা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়গুলিকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

এদিকে, সুরাতের আদালত বৃহস্পতিবারই শীর্ষ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আর্জি খারিজ করে দিয়েছে, ফলে রাহুল যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, নিম্ন আদালতে রাহুল গান্ধীর আবেদন খারিজ হয়েছে, তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

# রাহুল গান্ধীর এখনও দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় রয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রাহুল গান্ধীর এখনও দেশের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সময় আছে, বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর।

তিনি বলেছেন, সমগ্র দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীর কাছে এখনও সময় রয়েছে। উল্লেখ্য, গুজরাটের সুরাতের দায়রা আদালতে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করেছিলেন রাহুল গান্ধী, কিন্তু কংগ্রেস নেতার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আদালত।

অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন আরও বলেছেন, ২০২৪-এর ফলাফল ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মত হবে এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের আসন বাড়াতে চলেছি, বিজেপি জয়ী হবে এবং কর্ণাটকে আবার সরকার গঠন করব আমরা।

# শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি

মুম্বই, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) সভাপতি শরদ পাওয়ারের মুম্বইয়ের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে দুজনের এই বৈঠক। কোনো পক্ষ থেকে এই বৈঠকের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। এই বৈঠক নিয়ে রাজনীতির আলোচনার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

আসলে, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পরে বিরোধীরা আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে শরদ পাওয়ার ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিলেন। শরদ পাওয়ার বলেছিলেন, অতীতে টাটা-বিড়লা গোষ্ঠীগুলিকে বিরোধীরা সরকারের সমালোচনা করার জন্য ব্যবহার করেছিল। দেশের উন্নয়নে এই দলগুলোর অবদান সবারই জানা। আজকাল সরকারকে টার্গেট করতে আদানি-আম্বানি গোষ্ঠীর নাম ব্যবহার করা হয়। আম্বানি গোষ্ঠী পেট্রোকেমিক্যাল এবং অন্যান্য সেক্টরে অনেক কাজ করেছে। আদানি গ্রুপ পাওয়ার এবং অন্যান্য সেক্টরে অনেক কিছু করেছে। দেশের এটা দরকার। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই দলগুলি বেআইনি বা অন্যায় কিছু করেছে, তাহলে গণতন্ত্রে সমালোচনা করার অধিকার আছে কিন্তু যদি প্রমাণ না থাকে, তবে তা ভুল।

এই বিষয়ে মন্তব্য করে, শরদ পাওয়ার জেপিসি অর্থাৎ যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্তের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের দ্বারা তদন্তের দাবি করেছিলেন। এই কারণে কংগ্রেস, শিবসেনা সহ অনেকেই পাওয়ারের সমালোচনা করেছিলেন। আজ গৌতম আদানি-শারদ পাওয়ারের মধ্যে দু"ঘণ্টা বৈঠকের পরে এই ইস্যুটি আবার আলোচনা শুরু করেছে।

# পথচারীদের মধ্যে সরবত বিতরণ যুব মোর্চার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** তীব্র দাবদাহে পুড়ছে সর্বত্র। বৃহস্পতিবার এই দাবদাহের হাত থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে বিজেপির প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে পথ ব্যবসায়ী ও চলতি মানুষদের সরবত বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। মেয়র দীপক মজুমদার জানান, অস্বাভাবিক তাপমাত্রার মধ্যে মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগ জারি থাকবে বলে জানান মেয়র। তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ উর্ধমুখি হচ্ছে। বৃষ্টির আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। প্রচন্ড গরমে মানুষের জীবন রীতিমতো বিপন্ন হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন দিনমজুর খেটে খাওয়া অংশের মানুষজন। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেও তারা কাজের সন্ধানে বের হতে বাধ্য হচ্ছেন। কেননা কাজ না করলে তাদের উনুন জ্বলবে না। পরিবারের লোকজনরা অনাহারে থাকতে বাধ্য হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রচন্ড রোদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন।। এমনকি সানস্ট্রোক করে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই চিকিৎসকরা সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন এই প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ যাতে বাড়ি ঘরের বাইরে বের না হন।

## ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা মুসলিম সম্পদায়ের জনগণসহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ত্যাগ ও তিতিক্ষার বার্তা নিয়ে আসে ঈদ-উল-ফিতর। রমজানের যে পবিত্র দোয়া সেটা যাতে সুস্থ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারে সেটাই হোক ঈদ-উল-ফিতর উ্যাপনের প্রার্থনা। আমি রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুস্থ ও সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করছি'।

## জলে ডুবে

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় মানুষ ছুটে এসে দীঘিতে নেমে চয়নকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলকর্মী ও মহকুমা দুর্যোগ মোকাবিলা টিমের সদস্যরা। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দীঘির জল থেকে চয়নের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা দেন। সাথে তিনি জানান, চয়নের পিতা শঙ্কর দেবনাথ কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরু থাকেন। ওই মর্মান্তিক মৃত্যুতে টাউন শঙ্কর পল্লী সহ অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

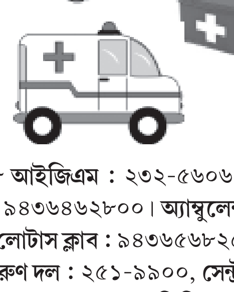

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## আনারসের প্রচার প্রসারে দিল্লীতে মেলার আয়োজন করা হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** আনারস রাজ্যের বাইরে আরও প্রচার প্রসারের জন্য দিল্লিতে মে- জুন মাসে একটি মেলার আয়োজন করার চিন্তা ভবনা করা হচ্ছে। নাগিছড়ায় একদিবসিয় মাস্টার ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন ব্ল্যাক পেপারের উদ্বোধন করে একথা বললেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।ধানের পাশাপাশি অন্য ফসলের সিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যের আনারসের বাইরে আরও প্রচার প্রসারের জন্য দিল্লিতে মে- জুন মাসে একটি মেলার আয়োজন করার চিন্তা ভবনা করা হচ্ছে।নাগিছড়ায় একদিবসিয় মাস্টার ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন ব্ল্যাক পেপারের উদ্বোধন করে একথা বললেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার নাগিছড়া কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে হয় এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এতে মন্ত্রী ছাড়াও দপ্তরের সচিব সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে চারাগাছ বিলি করা হয়। অনুষ্ঠানে গুল মরিচ নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা আনারসের জন্য শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, আগামী দিনে আমাদের কৃষিতে স্বয়ম্ভর হতে হবে।

## বিলোনীয়ায় স্বাস্থ্য আধিকারীককে ডেপুটেশন বিধায়কদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ এপ্রিল।।** স্বাস্থ্য পরিষেবা আরো বেশি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট বিলোনিয়া ও ঋষ্যমুখ বিধানসভার দুই বিধায়ক দীপংকর সেন, অশোক মিত্র এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়। উত্তর ভারত চন্দ্রনগরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু করা ও ঠিকেদারকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া এবং ত্রিপুরা বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দ্রুত চালু করার দাবী রাখেন বিধায়কদ্বয়। এছাড়া বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল এবং ঋষ্যমুখ হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগ ও পরিষেবা উন্নয়নের ও দাবী রাখেন। লাউগাং একটি কুড়ি সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মানের দাবী জানান বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। এছাড়াও লাউগাং ,গার্দাং,ও বেতাগা সাব সেন্টার সমূহের সায়ী ঘর নির্মাণের জন্য দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশন শেষে বিধায়কগণ সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই বিষয়গুলি তুলে ধরেন এবং পাশাপাশি এও জানান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দাবি গুলি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেবেন।

## টিআরবিটির চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানাল টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** ২০২১ সালের টেট উত্তীর্ণদের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনে এসে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তাকে শুভেচ্ছা জানান ফুলের তোড়া দিয়ে।
পাশাপাশি এদিন তারা টি আর বি টি চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ামককেও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে নবনিযুক্ত শিক্ষকরা ২৩ এপ্রিল আগরতলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। এতে নবনিযুক্ত ও পুরনো শিক্ষক- শিক্ষিকাদের কাছে আহ্বান রাখেন রক্তদান শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য।

## কিলকোট চা বাগানে দিনভর দাপাদাপির পর মৃত্যু বাইসনটির

জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে দিনভর দাপাদাপির পর মৃত্যু হল একটি বাইসনের। বৃহস্পতিবার বিকেলে মৃত্যু হয়েছে বাইসনটির।জলপাইগুড়িতে কিলকোট চা বাগানে দলছুট বাইসনের হামলায় বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত হয় ২ জন। দিনভর দাপাদাপির পর এদিন বিকেলেই বাইসনটির মৃত্যু হয়েছে। এদিন সকালে কিলকোট চা বাগানের বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পান। সাতসকালে বাইসনের খবর ছড়াতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয় বাগানে। বাইসনটি বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। সেইসময় কুঞ্জ লাইনে চৈতু মাহালী, তাঁর স্ত্রী লালকি মাহালী ও নাতি রণক মাহালীকে আক্রমণ করে বাইসনটি। স্থানীয়রা তিনজনকেই উদ্ধার করে নিয়ে যায় চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। চৈতু মাহালীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা ও মেটেলি থানার পুলিশ। দিনভর বাইসনটি কুঞ্জলাইন এলাকার চা বাগানের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। তাকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। এর মধ্যে একটি বাড়ির ভিতরেও ঢুকে পড়ে বাইসনটি। খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ির বনকর্মীদেরও। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই ঝোপের মধ্যে বাইসনটির মৃত্যু হয়। পরে বনকর্মীরা বাইসনের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।ময়নাতদন্ত করা হবে।

## ক্রুটিপূর্ণ প্রশ্নপত্র শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** ফের ক্রুটিপূর্ণ প্রশ্নপত্রে স্টার দিয়ে ফলাফল প্রকাশ করার দাবিতে টি আর বি টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ পরীক্ষার্থীদের। কয়েকদিন ধরেই এই দাবিতে সরব ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শুনতে চাইছে না। এদিকে টি আর বি টি পরীক্ষা নিয়ামক পাল্টা অভিযোগ করেন, কতিপয় পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নম্বর পাননি। তারা বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছেন। এই অবস্থায় নিজেদের দাবিতে অনড় একাংশ ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থী বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনে আসেন পরীক্ষা নিয়ামকের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু উনি রাজ্যের বাইরে থাকায় দেখা করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় তারা শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

## নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

চালক। গাড়ি সমেত তাকে আটক করেছে পুলিশ। তবে, ওই বাইক চালক গুরুতর আঘাত পান। তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি জানান, গাড়িটি তল্লাশি করে ১০টি বাক্সে হেরোইন এবং ১৮২০০টি খালি কৌটা উদ্ধার হয়েছে। নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে যুক্ত থাকার দায়ে জোলাইবাড়ির বাসিন্দা পঙ্কজ বারজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শান্তিরবাজার থানার ওসি বলেন, উদ্ধার নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আড়াই লক্ষ টাকা হবে।

## আদালতে

● প্রথম পাতার পর

এইচএইচ বর্মার রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেয়নি। দায়রা আদালতের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ পাওয়ার জন্য রাহুলের তরফে যে আর্জি জানানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তার রায় ঘোষণা হল। স্বস্তি পেলেন না রাহুল গান্ধী।

## ভাইয়ের

● প্রথম পাতার পর

চালকের বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানার মামলা দায়ের করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাড়িটি নতুন ক্রয় করা হয়েছে। গাড়ির মালিক মধ্য বক্সনগর এলাকার বাসিন্দা আলেক হুসেন। বর্তমানে গাড়ি ও বাইক আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। গাড়ির চালক পলাতক।

## হাপিজ

● প্রথম পাতার পর

এবার ওই গ্রামের রাস্তার কাজ না করিয়ে দুই লাখ চুয়ান্ন হাজার ৮৫৩ টাকা ব্যয়ে পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে বলে সরকারী সাইন বোর্ড লাগাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

## বাড়ছে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রান্সফরমার বিকল হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এতে গ্রাহকদের ভোগান্তি হবে বলে তিনি সতর্ক করেন।

## জওয়ানের

● প্রথম পাতার পর

রাত আনুমানিক ৮:৩০ এ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাকেশ কুমার।

আজ তার মরদেহে ময়নাতদন্ত করার পর বিএসএফ জওয়ানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর জহরনগর বিএসএফ ১৯২ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে মৃত জওয়ান রাকেশ কুমারকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে মরদেহ প্রেরণ করা হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় জওয়ানদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

## উপনির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব যীষ্ণু দেববর্মার কাজে খুব খুশি।

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৩,৫০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার পরেও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক পদত্যাগ করার পরে ধনপুর কেন্দ্রটি শূন্য হয়ে পড়ে।

# বাংলাদেশি ছাত্রীকে খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত অধরা, খতিয়ে দেখছে মহিলা কমিশন

**অশোক সেনগুপ্ত**

কলকাতা ২০ এপ্রিল (হি. স.) : আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে বৃহস্পতিবার কাউকে গ্রেফতার করা গেল না। গোটা বিষয়টি এদিন খতিয়ে দেখতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সাধন চক্রবর্তীকে এই প্রতিবেদককে বলেন, "আজও আমি আইসিসি (ইন্টারনাল কম্পেন্টস কমিটি)-র প্রিসিডিংস অফিসারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। অভিযুক্ত এখনও তাঁর বিবৃতি জমা দেননি।"বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের কাউন্সিলার রিয়াজুল ইসলাম এ দিন বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেন। রিয়াজুল ইসলাম এই প্রতিবেদককে সন্ধ্যায় জানান, "স্থানীয় মহিলা থানার ওসি এদিন অভিযোগকারী ছাত্রীর সঙ্গে বিশদে কথা বলেছেন। ছাত্রীকে নিরাপত্তা-সহ গাড়ি করে পুলিশ বাড়ি থেকে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। পুলিশ আদালতের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শীঘ্র ব্যবস্থা নিতে চাইছে। শুক্রবার জেলাশাসক ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।" অভিযোগ, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরতদের প্রভাবশালী একটা অংশ অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন।এদিন এই ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চাইছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমি কলকাতার বাইরে। বিভাগকে বলেছি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে।"
অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্পাদক কল্পনা দত্ত বৃহস্পতিবার জানান, "বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পড়াশুনা করতে এসে একজন ছাত্রী যেভাবে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন এবং প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন একথা সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন সহ নানা জায়গায় বারবার জানানো সত্ত্বেও মেয়েটির উপর যে ঘটনা ঘটেছে তা সত্যিই উদ্বেগের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে ছাত্রীটি শারীরিক ও মানসিকভাবে নিরাপদ থেকে সুষ্ঠুভাবে পড়াশুনা করতে পারেন।"
প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে নির্যাতিতা ছাত্রী যখন বাজারে বেড়িয়েছিলেন, দুই আততায়ী একটি বাইকে করে এসে তাঁকে আচমকা আঘাত করেন। ছাত্রীটি পড়ে আহত হন। তাঁর মোবাইল ফোনের কিছু তথ্য ও ছবি নষ্ট করে দুই আততায়ী ফোনটি ছুঁড়ে ফেলেন। এর নেপথ্যে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক সহকারী অধ্যাপকের নামে অভিযোগ উঠেছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ওই ছাত্রী বুধবার সোজা চলে আসেন পার্কসার্কাসে বাংলাদেশ উপ দূতাবাসে। এর পর দূতাবাস কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করেছেন।

# মাতৃহারা আদিত্য-উদয়; প্রয়াত রানির শাশুড়ি ও যশ চোপড়ার স্ত্রী পামেলা

মুম্বই, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মাতৃহারা হলেন পরিচালক আদিত্য চোপড়া ও অভিনেতা উদয় চোপড়া। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা যশ চোপড়ার স্ত্রী পামেলা চোপড়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ডাঃ প্রহ্লাদ প্রভু দেসাই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'পামেলা চোপড়া আজ মারা গেছেন। তিনি ১৫ দিন ধরে লীলাবতী হাসপাতালে ভেন্টিলেটরে ছিলেন। তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিল।'
পামেলা তাঁর প্রয়াত স্বামীকে জীবদ্দশায় নানাভাবে সাহায্য করে গিয়েছিলেন। একাধিক সিনেমায় কখনও লেখক হিসেবে, কখনও পোশাক ডিজাইনার হিসেবে অথবা কখনও গায়িকা হিসেবে তাঁর নাম দেখা গিয়েছে সিনেমার টাইটেল কার্ডে। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে অন্যতম চাঁদনীর "ম্যায় সসুরাল নাহি জাউঙ্গি" এবং দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে"র "ঘর আজা পরদেশি", যেখানে তিনি মনপ্রীত কৌরের সঙ্গে কৃতিত্ব ভাগ করে নেন।
যশ চোপড়ার ১৯৭৬ সালের সিনেমা 'কাভি কাভি'-র গল্পটিও লিখেছিলেন পামেলাই। ১৯৮১ সালের সিনেমা 'সিলসিলা'র ডিজাইনার ছিলেন তিনি। যশ চোপড়া তাঁর দেওয়া একাধিক সাক্ষাৎকারে 'যশরাজ ফিল্মস'-এর অন্যতম ভিত্তি হিসেবে নাম নিয়েছিলেন স্ত্রী পামেলার। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে গিয়েছেন ভারতীয় সিনেমা জগতে।

# 'অভিষেকের নাম তুলে টাকা, ১০০ নয় ৫০০ কোটি তুলেছে কুন্তল" বিস্ফোরক তাপস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলে দু"জনেই। একে অপরের বিরুদ্ধে আগেও মুখ খুলেছিলেন তাঁরা। ফের একবার বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন তাপস মণ্ডল। তাঁর অভিযোগ, "১০০ নয়, ৫০০ কোটির খেলা, কুন্তল একাই ৫০০ কোটি তুলেছে।
তাপসের দাবি, "অভিষেকের (বন্দ্যোপাধ্যায়) নাম ভাঙিয়ে কুন্তল টাকা তুলেছে। "হাওয়ালার মাধ্যমে ও টাকা বাইরে পাঠিয়েছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সি কোনও চাপ দেয়নি। লক আপ থেকে আদালতে যাওয়ার পথে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তাপস মণ্ডল।
তাপস মণ্ডল প্রচারমাধ্যমকে বলেছেন, "১০০ কোটির খেলা নয়, এখন শুনছি ৫০০ কোটির খেলা। অভিষেকের নাম ভাঙিয়ে টাকা তুলে হাওয়ালায় খাটিয়েছে কুন্তল ঘোষ।" লক-আপে তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে কুন্তল যে দাবি করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "সবই নাটক, নাটক দেখতে থাকুন ওঁর। তবে একা ৫০০ কোটি টাকা তুলেছে ও, জেলে বসেই খবর পাচ্ছি। গোটা বিষয়টা তদন্ত হোক।"
তাপসের মন্তব্য প্রসঙ্গে না বললেও তদন্তকারী সংস্থার রাজনৈতিক যোগ তুলে পাল্টা অন্য বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন কুন্তল ঘোষও। "বিজেপির মুখপাত্র আর কেন্দ্রীয় এজেন্সির মুখপাত্র এক, "তাহলে বুঝে নিন তদন্ত কোন দিকে যাচ্ছে। হাতে একটা আংটি থাকলে কেউ প্রভাবশালী হয় না। আমার হাতে আংটি নেই, ঘামাচি আছে। কাউকে ইঙ্গিত করিনি, যে বোঝার ঠিক বুঝে যাবে।"নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলের সিসিটিভি ফুটেজ ভরা হার্ড ডিস্ক এবং ভিজিটর রেজিস্টার খাতা কলকাতা হাই কোর্টে জমা পড়ল।
বৃহস্পতিবার জেল সুপারের পক্ষ থেকে এগুলি জমা দেওয়া হয়। আপাতত এই সব নথি হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা থাকবে বলে জানান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে মামলা চলায় বৃহস্পতিবার শুনানি স্থগিত রাখলেন বিচারপতি।
বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কুন্তল ঘোষের চিঠি প্রসঙ্গে নির্দেশনামায় বলেছিলেন, প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেই মামলায় হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত।
হাই কোর্টের বিচারপতি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন, ২১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের প্রবেশ এবং বাহিরপথের সিসিটিভির ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি, ওই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে কারা গিয়েছিলেন, তা জানতে ভিজিটর্স খাতা জেল কর্তৃপক্ষকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবারই ছিল সেই মামলার শুনানি।
প্রসঙ্গত, গত ২৯ মার্চ শহিদ মিনারের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, সারদা মামলায় হেফাজতে থাকার সময় মদন মিত্র এবং কুণাল ঘোষকে তাঁর নাম নিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ঘটনাচক্রে, কুন্তলও তার পরে একই অভিযোগ করেন। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বসে ইডি এবং সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চিঠি লিখেছিলেন কুন্তল। তাঁর মূল অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য তাঁকে চাপ দিচ্ছেন ইডি এবং সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। কুন্তলের অভিযোগ, অভিষেকের নাম বলাতে না পেরে তাঁর উপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছেন তদন্তকারীরা।

## প্রয়াত হাইলাকান্দির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুর্গেশ পাল

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুর্গেশ রঞ্জন পাল (দুলন) আর নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন দুর্গেশ পাল। মৃত্যুকালে প্রয়াত পালের বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, চার ভাই, চার বোন, ভগ্নিপতি সহ বহু আত্মীয়-পরিজন এবং গুণমুগ্ধকে।
প্রয়াতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অতি সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল দুলন পালকে। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকাল দশটা নাগাদ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। হাইলাকান্দির শান্তিবন মহাশ্মশানে আজ বিকেলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

## জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ২০ এপ্রিল(হি.স.) : বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে রামবান জেলার হিংনি ও নাচচালানা এলাকায় ভূমিধসের কারণে মহাসড়কটি যান চলাচলের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।রামবানের নাচচালানা এলাকায় হিংনিতে একটি বিশাল ভূমিধসের পরে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়েছিল। এ সময় পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর মহাসড়কে পড়ে। পরে পরিষেবা চালু করতে রাস্তা পরিস্কারের কাজ শুরু করা হয় এবং রুটটি এখন পরিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুদিক থেকে যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি জনগণকে লেনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।
এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর ট্রাফিক পুলিশও ধ্বংসাবশেষ সাফ করার পর জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খুলে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, দুই প্রান্ত থেকে যাত্রীবাহী যান চলাচল চলছে।

# অঙ্গন

## বিসিসি-কে নকআউট করে কসমোপলিটন সেমিফাইনালে

**কসমো':-১৬৭/৯(২০) বিসিসি:- ১১২/৯(১৭.৩)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কসমোপলিটন। ছাড়পত্র পেয়েছে সেমিফাইনালে খেলার। বিসিসি-কে নকআউট করে কসমোপলিটন সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। অনেকটা তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটের মতোই সেমিফাইনালে কসমোপলিটন, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর মুখোমুখি হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কসমোপলিটন ৫৫ রানের ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি)-কে পরাজিত করেছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা সোয়া একটায়। টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

সীমিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে কসমোপলিটন ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে নিনাদ কদমের ৩০ রান এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথের ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। তবে ওপেনার অভিষেক শর্মার ২৫ রান ও অধিনায়ক পল্লব দাসের ২১ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক সাগর শর্মা ৩৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, রিয়াজ উদ্দিন ও দেবরাজ দে দুটি করে এবং রাজদীপ দত্ত একটি উইকেট দখল করেছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিসিসি ১৭.৩ ওভার খেলে ১১২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়।

দলের পক্ষে ওপেনার সচীন শর্মার ২৭ রান এবং অনুজ পালের ২৬ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য।

মিডল অর্ডার ও টেল এন্ডারের অন্যান্য ব্যাটার্সরা রান সংগ্রহে পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। কসমোপলিটনের পল্লব দাস, দেবপ্রসাদ সিংহ ও সৌরভ দাস প্রত্যেকে দুটি করে এবং চন্দন রায় ও চৌধুরী জুনেদ কালাম একটি করে উইকেট পেয়েছে।

ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অধিনায়ক পল্লব দাস প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

## চলমানকে হারিয়ে সেমিতে ফ্রেন্ডস

**ইউ. ফ্রেন্ডস:- ২৫৩/৫(২০) চলমান:- ৭৮/৮(২০)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া বিশাল রানের নীচে চাপা পড়লো চলমান সঙ্ঘ। প্রত্যাশিতভাবেই সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে। ২২ এপ্রিল হবে ম্যাচটি। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের। বৃহস্পতিবার এম বি বি স্টেডিয়ামে শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ১৭৫ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চলমান সঙ্ঘকে। বিজয়ী দলের দীপক ক্ষেত্রী ১০২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া উদীয়ান বসু ৯০ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় উদীয়ানকে। এদিকে প্রথমে উদীয়ান বসু। পরে দীপক ক্ষেত্রী। ওই দুইয়ের ব্যাটিং তান্ডবে বড় স্কোর গড়লো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এম বি বি স্টেডিয়ামের ২২ গজে কার্যত ব্যাটিং তান্ডব দেখালেন ত্রিপুরা রঞ্জি দলের ওই দুই ব্যাটসম্যান। চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে পাহাড় সমান ২৫৩ রান করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে বিশাল ঘোষের সঙ্গে মোট ৬৭ রান যোগ করার পর দীপক ক্ষেত্রীর সঙ্গে রীতিমতো ব্যাটিং তান্ডব দেখান মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসাবে পরিচিত উদীয়ান বসু। ওই দুজনের ব্যাটিং তান্ডবে দিশেহারা হয়ে পড়ে চলমান সঙ্ঘের বোলাররা। দুজনেই অনবরত বল সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন। তবে দুর্ভাগ্য উদীয়ানের। দুরন্ত ব্যাট করলেও মাত্র ১০ রানের জন্য শতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উদীয়ান ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১০ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯০ রান করেন। উদীয়ান আউট হতেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন দীপক ক্ষেত্রী। শেষ পর্যন্ত ৪৩ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০২ রানে অপরাজিত থেকে যান দীপক। এছাড়া দলের পক্ষে বিশাল ঘোষ ১৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। চলমান সঙ্ঘের কৃষ্ণধন নম: (৩/৩৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সঙ্ঘ বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায়। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-এর বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল চলমানের ইনিংস। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে চলমান ৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অমিত দাস ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ (অপ:), রিব্রজিৎ দাস ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬(অপ:) এবং আরমান হুসেন ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর পক্ষে দলনায়ক রজত দে (৩/১১), ঋত্বিক শ্রীবাস্তব (২/৯) এবং উদীয়ন বসু (২/১৬) সফল বোলার।

## সন্দীপ, সানি ও চিরঞ্জীতের দাপটে অনায়াসেই শেষচারে স্ফুলিঙ্গ

**স্ফুলিঙ্গ-১৭৪/৮(২০) ও পি সি-৬৩/১০(১৬.৫)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ত্রিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে আরেকধাপ এগুলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। টি-২০ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো দীপক ভাটনাগরের দল। একপ্রকার হেলায় ও পি সি-র বাধা টপকালো। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ১১১ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো ও পি সি-কে। স্কালে প্রথমে ব্যাট নিয়ে স্ফুলিঙ্গের গড়া ১৭৪ রানের জবাবে ও পি সি মাত্র ৬৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের সন্দীপ তোমর ৬৯ রান এবং সানি সিং ও চিরঞ্জীৎ পাল ৪ টি করে উইকেট পেয়েছেন। সন্দীপ তোমরের হাত ধরে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে লড়াকু স্কোর গড়লো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। একমাত্র মাত্র ৩০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিলো দ্বিমুকুট জয়ী স্ফুলিঙ্গ। ওই অবস্থায় বিক্রম দেবনাথকে সঙ্গে নিয়ে সন্দীপ দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে স্ফুলিঙ্গ ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে। দলের পক্ষে সন্দীপ তোমর ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯, বিক্রম দেবনাথ ২২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১,মণিশঙ্কর মুড়াসিং ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬,শ্যাম শাকিল গণ ১১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ১০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ও পি সি-র পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা (৩/২৫) এবং দ্বীপেন বিশ্বাস (২/৪০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে স্ফুলিঙ্গের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণের মুখে ও পি সি মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, দেবজিৎ সাহা ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং দ্বীপেন বিশ্বাস ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সানি সিং (৪/৭) এবং চিরঞ্জীৎ পাল (৪/১৪) সফল বোলার।

## তীব্র দাবদাহে পুর নিগমের ক্রীড়া উৎসব আপাতত স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। গরমের প্রচন্ড দাবদাহ। তাই আগরতলা পুর নিগম রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত ক্রীড়া উৎসব আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলো পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। ২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল এমবিবি কলেজের মাঠে এই টুর্নামেন্ট হবার কথা ছিল। তবে বর্তমানে যেহেতু গরম প্রচন্ড তাই আপাতত এই টুর্নামেন্ট স্থগিত করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী গরমের কথা ভেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খেলাধুলার কিছু কিছু ক্ষেত্রগুলো ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা এখন কার্যকর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সন্মান জানিয়ে পুর নিগম টুর্নামেন্ট স্থগিত রাখলো। আগামীদিনে হবে এই টুর্নামেন্ট। কবে নাগাদ হবে তা খুব দ্রুত জানিয়ে দেয়া হবে আগরতলা পুর নিগম কতৃপক্ষের তরফে। এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত।

## ধর্মনগরে ক্রিকেট সুপার লিগ স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ধর্মনগরে স্থগিত রাখা হলো সুপার লিগ ক্রিকেট। অনিবার্য কারণ বশতঃ। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল আসর। ৬ দলীয় আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল সোনালি শিবির এবং এইচ এন পি সি। এদিকে এক বিবৃতিতে ধর্মনগর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব শেখর সিনহা জানান, অনিবার্য কারণ বশতঃ লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন সূচী ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

## সমীরণ স্মৃতি টি-২০ : ব্লাডমাউথকে বিদায় জানিয়ে সেমিফাইনালে জেসিসি

**ব্লাডমাউথ-১৪৮/৭(২০) জে সি সি-১৫৩/৪(১৭.২)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। অনায়াসেই সেমিফাইনালে উঠলো জে সি সি। বৃহস্পতিবার নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে জে সি সি ৬ উইকেটে পরাজিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। বিশাল গৌর ঠাকুরের দুরন্ত বোলিং এবং তেজস্বী জশোয়াসের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। ম্যাচে ব্লাডমাউথের গড়া ১৪৮ রানের জবাবে জে সি সি ১৬ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দেলর বিশাল ৪ উইকেট এবং তেজস্বী ৫৭ রান করেন। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান করে। মিডল অর্ডারে অরভিন্দ ভর্মা এবং প্রশান্ত ভান্ডারি ৮১ রানের পার্টনারশীপ গড়ে ব্লাডমাউথকে লড়াকু স্কোর গড়াত সাহায্য করেন। অরভিন্দ ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ এবং প্রশান্ত ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করেন।

এছাড়া দলের পক্ষে কৌশল আচার্য ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং স্বপন দাস ৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে বিশাল গৌর ঠাকুর (৪/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার নিরুপম সেন ৪৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ এবং বিশাল গৌর ঠাকুর ৭ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে তেজস্বী জশোয়াল ২৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ এবং অণিরুদ্ধ সাহা ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে স্বরব সাহানি (২/৩৪) সফল বোলার। এদিন পরাজিত হয়ে আসর থেকে চিটকে গেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব।

## রাজ্য ক্রিকেটের খেতাবি লড়াইয়ে আজ সদর-এ ও শান্তিরবাজার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। মহারণ আজ। খেতাব দখলের লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি হবে সদর-এ এবং শান্তিরবাজার মহকুমা দল। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে আগামীকাল সকাল আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলেই রয়েছে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ফলে লড়াই হবে জমজমাট। সেমিফাইনালে শক্তিশালী সদর-বি দলকে পরাজিত করে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে শান্তিরবাজারের ক্রিকেটাররা। অপরদিকে সদর এ-র আকাশ, অর্কজিৎ, রাহুল, অয়ন-রাও চাইছে বিপক্ষকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ট্রফি জয় করতে। দুদলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। দুদলের কোচই তাঁর অস্ত্রদের শেষবার শান দিয়ে নেন। আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সদর-এ। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে সদর বি-র কাছে হেরে রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে সদর-এ দলকে। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য আসরে সদর-বি ছিটকে গেছে সেমিফাইনালে শান্তিরবাজারের কাছে হেরে। বলাবাহুল্য, এই আসর থেকেই রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা বাছাই করবে প্রতিভাবান ও উদীয়মান ক্রিকেটার। জানা গেছে, প্রতিটি মহকুমা থেকে ৩-৪ জন করে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বাছাই করে ২-৩ সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। ফলে প্রতিটি ক্রিকেটারই চাইছে নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিয়ে স্পটারদের নজরে আসতে।

## ক্রীড়া জগতে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত রূপকের মামলার শুনানি ফের পিছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। প্রায় তিন মাস পিছিয়ে গেল অভিযুক্ত রূপক দেবরায়ের মামলার শুনানি। আগামী জুলাই মাসের ১৮ তারিখ ফের হবে এই মামলার শুনানি। রূপকের আইনজীবী তানিয়া দাস বর্তমানে অনুপস্থিত থাকার কারণে পিছিয়ে গেল এই মামলার শুনানি। আয়ের থেকে সম্পত্তির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি বলেই অভিযোগ রয়েছে রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি এমন কিছু স্পোর্টস ইভেন্টও রয়েছে যেগুলো ত্রিপুরাতে তেমন খেলার প্রচলন নেই। অথচ এই সব গেমগুলো ফেডারেশন থেকে বৈধতা নিয়ে রেখেছেন রূপক দেবরায়। ওই ইভেন্টগুলোতে রাজ্য দল পাঠানোর ক্ষেত্রেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে ক্রীড়া মহল থেকে। এরপর ভুয়ো খেলোয়াড় খেলানো নিয়েও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। একাধিক ক্রীড়া সংস্থা দীর্ঘ বছর ধরে বৈঠকে বসেই তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে। সব কিছু মিলে এখন আইনি ঝামেলায় রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা রূপক দেবরায়ের। এখন দেখার বিষয়, আগামী ১৮ জুলাই মাননীয় আদালত কি রায় দেয় তার মামলায়।

## পাওয়ার লিফটিং জেলা কমিটির বৈঠক ৫ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। নতুন কমিটি গঠন ৫ মে। পশ্চিম জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার। ওইদিন সকালে সাড়ে ১০ টায় বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে হবে পশ্চিম জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভা। তাতে পশ্চিম জেলার সমস্ত ব্যায়ামাগার, ক্লাব এবং জিমের কর্তাদের উপস্থিত থাকার জন্য সচিব রাণা দেব অনুরোধ জানিয়েছেন।

## রাজ্য ভলিবল সংস্থার বৈঠক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। কার্যকরি কমিটির সভা ২৩ এপ্রিল। রাজ্য ভলিবল সংস্থার। ওইদিন বিকেল ৪ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাজ্য ভলিবল সংস্থার অফিস বাড়িতে হবে সভা। তাতে কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ্য আসর সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। সভায় কার্যকরি কমিটির সকল সদস্য এবং সদস্যাদের উপস্তিত থাকার জন্য রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন অনুরোধ করেছেন।

## ফুটবল : গত মরশুমের লীগ চ্যাম্পিয়নদের নাম ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।গত ২০২২ ফুটবল মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের নাম ঘোষনা করা হয়েছে। গত সেশনে সি-ডিভিশন লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং রানার্স আপ হয়েছিল ভারত রত্ন সংঘ। স্বাভাবিক নিয়মে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং ভারত রত্ন সংঘ আসন্ন ফুটবল মরশুমে বি- ডিভিশন লিগে খেলবে। এরপর ২০২২ ফুটবল বছরে বি-ডিভিশন লীগে চ্যামপিয়ান হয়েছিল ত্রিবেনী সংঘ এবং রানার্স আপ হয়েছিল স্পোর্টস স্কুল। যার মধ্য থেকে ত্রিবেনী সংঘ বি-ডিভিশন থেকে এ-ডিভিশনে খেলবে এবং কেশব সংঘ ক্লাব বি-ডিভিশন থেকে অবনমনের কারনে সি-ডিভিশনে খেলবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ কমিটির বিশেষ বৈঠকে আজ এই ঘোষণা দেওয়া হয়। লীগ কমিটির সেক্রেটারি মনোজ দাস এ খবর জানিয়েছেন।

## অন্বেষণে দু-দিনের ট্রায়াল ক্যাম্প

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। এবারও পেস বোলার অন্বেষণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে টিসিএ। ২০২৩-২৪ বিসিসিআই ক্রিকেট সেশন ইতোমধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে পেস বোলার অন্বেষণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। পেস বোলার খোঁজার বিষয়টা সামনে রেখে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল, দুদিনের জন্য সারা রাজ্যব্যাপী ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে।

**Extension of Tender to supply Equipments for Bio- Science**

Government Degree College, Santirbazar, Tripura is hereby extended the invitation of tender to supply equipments for Bio-Science laboratory from authorized agencies/ suppliers.
The rules and regulations of the aforesaid tender are displayed in the Notice Board, college website and too available in the Establishment Section of the College. The details (specification of items and terms and conditions) are available in the web-site of the college website: www. santirbazarcollege.ac.in
The last date of submitting the application is Dt.15/ 05/2023.

ICA/D-102/23

(Cha (Dr. Sanjoy gees
Principal-in-charge,
Govt. Degree College Santirbazar
Santirbazar, South Tripura

**NOTICE INVITING e-TENDER**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-OL/EE/DWS/JRN/2023-24, Dated-19/04/2023.
The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

| SL. NO. | DNIe-T NO. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | Bid Fee | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIe-T No: 01/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24. | ₹. 9,39,980.00 | ₹. 18,800.00 | 365 days | ₹ 1,000.00 | Appropriate Class |
| 2. | DNIe-T No: 02/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24. | ₹. 9,63,000.00 | ₹. 19,260.00 | 365 days | ₹ 1,000.00 | Appropriate Class |

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 19/04/2023 .at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 1
Date and Time for Opening of Bid- 10/05/2023 at 15.30 hours.0/05/2023 upto 15.00 hours.
This detalted press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For and owbehalfof the Governor of Tripura"

ICA/C-198/23

(Er. P.K. DAS)
Executive Engineer
DWS Division, Jirania,
Ranirbazar, West Tripura

**NOTICE INVITING NIQ**

1. College of Agriculture, Tripura invites NIQ from reputed organizations for providing catering services at Farmers' training cum Seminar at College of Agriculture, Tripura on 28.04.2023. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from coatripura.ac.in. Last Date of submission of the NIQ on or before 24.04.2023 upto 14:00 hrs.
2. College of Agriculture, Tripura invites NIQ from reputed organizations for providing Catering Services at National Seminar at College of Agriculture, Tripura on 29.04.2023. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from coatripura.ac.in. Last Date of submission of the NIQ on or before 24.04.2023 upto 14:00 hrs,

ICA/C-195/23

(Dr. T. K. Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

**AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION**
**AGARTALA: TRIPURA**

PNIe-T-No: 01/EE/DIV-1/AMC/2023-24 Dated: 17/04/2023
The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

| Sl No | DNIET No | Estimate Cost | Earnest Money | Time of Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIET No.01/EE/DIV-I/AMC/2023-24 | Rs/3,84,587/- | Rs/7,692/- | 45 (Forty Five) days |
| 2. | DNIET No.02/EE/DIV-I/AMC/2023-24 | Rs/11,88,872/- | Rs/23,777/- | 45 (Forty Five) days |

1. Last date and time for document downloading/bidding: 26-04-2023 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid: 26-04-2023 at 16.00 Hrs if possible.
3. Bid forms and other detalls can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
PW Division - I
Agartala Municipal Corporation

Ref. No.F.1(3)/CDPO/KDL/2017/1388(8),Dated,19/04/2023

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং F.1(3)/CDPO/KDL/2017/1026(7), Dated, 30/12/2022 অনুসারে কদমতলা আর.ডি.ব্লকের অন্তর্গত নিম্নোক্ত দুইটি অঙ্গণ্ডয়াড়ী কেন্দ্রে অঙ্গণ্ডয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের সাপেক্ষে যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হইয়াছিল। উক্ত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১০ই মে, ২০২৩ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল। পূর্বের বিজ্ঞপ্তির বাকি বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকিবে।

| ক্রমিক নং | ব্লক | গ্রাম পঞ্চায়েত | অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র | অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সংখ্যা | অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কদমতলা আর.ডি. ব্লক | বড়গোল | সাউথ আমতিলা মধ্যপাড়া AWC | ০১ | ০১ |
| ২ | কদমতলা আর.ডি. ব্লক | দক্ষিণ কদমতলা | দক্ষিণ কদমতলা ওয়ার্ড নং ৬ AWC | ০১ | ০১ |

ICA/D-98/23

(স্বাক্ষর)
সি.ডি.পি.ও
কদমতলা আই.সি.ডি.এস প্রজেক্ট
উত্তর ত্রিপুরা

# কৃষি জমিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কৃষি কল্যান মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার নাগি ছড়ায় উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে একথা বলেন দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি অকপট স্বীকার করেন রাজ্য এখনো খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন ধান ও দানাশস্য উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর রাজ্যে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে কৃষি কল্যান মন্ত্রী বলেন রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের জমির পরিমাণ মাত্র চব্বিশ শতাংশ। সে কারণেই কৃষি জমিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। মন্ত্রী জানান রাজ্যের চারটি জেলা ইতিমধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। সেগুলি হল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, সিপাহী জেলা, গোমতী জেলা এবং উনকোটি জেলা। অপর চারটি জেলা এখনো খাদ্যে স্বয়মভর হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষি কল্যান মন্ত্রী বলেন সে কারণেই নাকি ছোড়া উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যে কৃষি জমিতে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই নাগিছড়া উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করলেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন। এদিনের সফর শেষে মন্ত্রী রতন লাল নাথ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজ হলো বিশ্ব বা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ফলের বীজ সংগ্রহ করা। তারপর সেই বীজ গুলি নাগিছড়া উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে এনে গবেষণা করে দেখা হয়। রাজ্যের মাটিতে যে প্রজাতির বীজ থেকে ফসল উৎপাদন হবে সেই বীজ সংগ্রহ করে রাজ্যের কৃষকদের কাছে ফসল উৎপাদন করার জন্য পাঠানো হয়।

## আমজাদনগরে দুই ব্যক্তির বিবাদ গুরুতর এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ এপ্রিল।।** আজ আমজাদ নগরে দুই ব্যক্তির মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমজাদ নগর এলাকায় চাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তেজনা তৈরি হয়। যদিও বা শাসকদলের পক্ষ থেকে এটাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বলে দাবি করেন। যে ব্যক্তির রক্ত ঝরলো তিনি নাকি আমজাদ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলের উপপ্রধান। নাম তাজুল ইসলাম। ঘটনাটি ঘটে ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের আমজাদ নগর বাজারে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাজুল ইসলামকে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সামান্য একটি ধর্মীয় কথাকে কেন্দ্র করে বাগ বিতন্ডা শুরু হয় দুই ব্যক্তি তাজুল ইসলাম এবং আবু তাহের মিয়ার মধ্যে। এই বাকবিতন্ডা থেকে হঠাৎ আবু তাহের মিয়া তার হাতের লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে উপপ্রধান তাজুল ইসলামকে এমনই অভিযোগ। খবর পেয়ে পরবর্তী সময় ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার জবানবন্দি অনুসারে অবশেষে পুলিশ আবু তাহের মিয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানায়। তদন্তে নেমেছে থানার পুলিশ।

# জিবি হাসপাতালের এমআরআই বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে এমআরআই বিভাগে কর্মরত চিকিৎসা কর্মীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। এক মহিলা এমআরআই করানোর একমাস পরও রিপোর্ট পাননি। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এ ধরনের ঘটনায় জিবি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের এবং টেকনিশিয়ানদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়পুর এলাকার এক মহিলা গত ২৭ মে জিবি হাসপাতালে এমআইআর করান। নিয়ম অনুযায়ী এমআরআই করার কিছুক্ষণ পরেই রিপোর্ট রোগী কিংবা তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। অথচ ওই রোগী নিয়ে বারবার এমআরআই বিভাগে যোগাযোগ করেও তার রিপোর্ট পাচ্ছেন না। কেন তার রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অভিযোগ বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে এসে যোগাযোগ করেও তিনি রিপোর্ট পাচ্ছেন না। রোগী নিয়ে অভিযোগ করে জানান

প্রায় এক মাস হতে চললেও মিলছে না এম আর আই রিপোর্ট। এমনই অভিযোগ উঠল রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ বার কয়েক হাসপাতালে এলেও মিলেনি সদুত্তর। শুধু মিলেছে আশ্বাস। আগরতলা জয়পুর এলাকার এক মহিলা মে মাসের ২৭ তারিখ জিবিতে এম আর আই করান। এর পর রক্ত পরীক্ষা, সোনোগ্রাফি ও করানো পরীক্ষা হয় রোগীর। তাদের অভিযোগ টাকা দিয়ে এম আর আই করানোর পড়ে ৮-৯ দিন জিবিতে গেলেও মিলেনি রিপোর্ট। এতে ক্ষুব্ধ রোগী ও পরিবারের সদস্যরা। অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়িত্ব জ্ঞান হীনতায় জড়িত টেকনিশিয়ান ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। জিবি হাসপাতালের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকান্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত না হলে গোটা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এবং দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

# জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকাপরিদর্শন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ এপ্রিল।।** জোলাইবাড়ী বিধানসভা থেকে জয়লাভের পরথেকে লোকজনেরা যাতেকরে কোনপ্রকার অসুবিধার সন্মুখিন হতেনাহয় তারই প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া প্রতিনিয়ত জোলাইবাড়ীর লোকজনদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করেযাচ্ছেন। তিনি সাধারন লোকজনদের মতো চলাফেরাকরে লোকজনেরা কোনোপ্রকার অসুবিধার সন্মুখিন হচ্ছেকিনা ও জোলাইবাড়ী বিধানসভায় বিভিন্ন জায়গায় এলাকার কোনো প্রকারের সমস্যারয়েছেকিনা তা জানার প্রয়াসকরেন এবং সমস্যাগুলি দ্রুততার সহিত সমাধান করার প্রয়াসকরেন। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে বসবাসকারী লোকজনদের সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে কথাবলেন ও লোকজনেরা যাতেকরে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যপরিষেবা পায় তারজন্য পরামর্শদেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন জায়গাপরিদর্শন করেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। তিনি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আজকে এই পরিদর্শনেবেরহন। পরিদর্শন কালে এলাকাবাসীর কাছথেকে উঠেআসা সমস্যাগুলি দ্রুততারসহিত সমাধান করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শদেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার এইধরনের উদ্দ্যোগে খোবইখুশি কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের লোকজন। বিগতদিনে কোয়াইফাং এডিসিভিলেজে বসবাসকারী বাম বিধায়ককে নিজ এলাকার লোকজনের সাথে এইভাবে দেখাকরতে দেখাযায়নি। বাম বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের উন্নয়নের স্বার্থে ও লোকজনের উন্নয়নের স্বার্থে কোনোপ্রকারের কাজকরেননি। বর্তমানসময়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে লোকজনদের সঙ্গে মিলে মিশে লোকজদের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিদিতে মুক্তিদাতা হিসাবে কাজকরছেন। জোলইবাড়ীর লোকজন জয়প্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়াকে কাছেপেয়ে খোবই আনন্দিত। আজকের এই পরিদর্শনে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

# অভয়নগর নেতাজী ক্লাবের উদ্যোগে গড়িয়া পূজার প্রস্তুতি চূড়ান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** অভয়নগর এর নেতাজি ক্লাবের উদ্যোগে এ বছরও গড়িয়া পূজা এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার গরিয়া পূজা ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

রাজ্যের উপজাতিদের প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজা। প্রতিটি ঘরে ঘরে গড়িয়া পূজা উপলক্ষে চলেছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। বাড়ি বাড়ি গড়িয়া পূজার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার উদ্যোগেও গড়িয়া পূজা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এবছর অভয়নগর নেতাজি ক্লাব তাদের ৩১ তম গরিয়া পূজা ও মেলার আয়োজন করেছে। এজন্য চলেছে চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান নেতাজি ক্লাবের কর্মকর্তারা। তারা জানান

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলছে গড়িয়া পূজার প্রস্তুতি। অভয়নগর ব্রিজের নিচেও চলছে গড়িয়া পূজার প্রস্তুতি। হবে মেলাও। আগামীকাল সকাল দশটায় উদ্বোধন করবেন মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত থাকবেন পাপিয়া দত্তসহ অন্যান্যরা। গড়িয়া পূজা ও মেলা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে সর্বস্তরের জনগণের কাছে নেতাজি ক্লাবের তরফ থেকে সহযোগিতা আহবান করা হয়েছে।

# ধূপকাঠি শিল্পের প্রসার নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজ্যের বহু পরিবার বাশ থেকে ধূপকাঠির কাঠি তৈরি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে। সারা রাজ্যে এই শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত এবং যারা এসব ধূপকাঠির কাঠি ক্রয় করেন তাদের নিয়ে বৃহস্পতিবার লিচুবাগান স্থিত বিসিডিই এর কনফারেন্স হলে এক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

বাশ ভিত্তিক শিল্পকে আরো উন্নত করা এবং উৎপাদিত শিল্প বাজারজাত করার বিষয় নিয়ে লিচুবাগান স্থিত বিসিডিইয়ের কনফারেন্স হলে ইন্টারেক্টিভ মিট অনুষ্ঠিত হয়।ত্রিপুরা সরকারের বাঁশ ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ইউনিট গুলির সদস্যদের সঙ্গে এই ইন্টারেক্টিভ মিট অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মন্ত্রী টিংকু রায়, টি আইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক সহ অন্যান্যরা। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং মন্ত্রী টিংকুর রায় বলেন যারা বাশ শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং যারা এই উৎপাদিত শিল্প ক্রয় করেন তাদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় করা এই ইন্টারেক্টিভ মিটের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাবাশ থেকে ধুপকাঠির কাঠি তৈরি করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে বহু পরিবার। ত্রিপুরা বেম্বু মিশনের অধীনে তারা কাজ করছে। উৎপাদিত ধুপকাঠির কাঠি বিক্রি করতে যাতে তাদেরকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এবং ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন তাও এদিনের সাক্ষাৎকালে আলোচনা হয়। ডক্টরের মন্ত্রী বাশ জাতীয় শিল্প উৎপাদন আরো বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই এস শিল্পে যারা কাজ করছেন তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্ক দপ্তরের মন্ত্রীসহ অন্যান্যরা বিস্তারিতভাবে খোঁজ নেন। যেসব সমস্যা সামনে উঠে এসেছে সেগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

# সদর ও মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলে বিধিনিষেধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** আইন শৃংখলা, শান্তি ও সুস্থিতি রক্ষায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে সদর ও মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় জনসাধারণের চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই বিধিনিষেধ আজ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং আগামী ১৯ জন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়ে প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে পর দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত তা কার্যকর হবে।

জেলাশাসক আদেশে আরও জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলার কাজে নিযুক্ত মিলিটারি/ প্যারামিলিটারি/ রাজ্য পুলিশের কর্মী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার এবং সদর ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকের প্রদত্ত বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অফিসের জরুরী প্রয়োজনের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারির ক্ষেত্রে, এখনি চিকিৎসা প্রয়োজন এমন রোগীর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধে ছাড় রয়েছে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, সিআরপিসি ১৪৪ ধারার অধীনে জারি করা এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## বিশালগড়ে ২৬ এপ্রিল বিশেষ ক্যারিয়ার এগজিবিশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** বিশালগড়ে আগামী ২৬ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এ'চে'র উদ্যোগে এক বিশেষ ক্যারিয়ার এগজিবিশন অনুষ্ঠিত হবে। বিশালগড়ের নতুন টাউনহলে এই কর্মনিযুক্তি প্রদর্শনীতে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর কি কি কেরিয়ার সম্পর্কিত সুযোগ থাকতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কর্মনিযুক্তি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে। প্রদর্শনী শুরু হবে দুপুর ১২টা থেকে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা। তাছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক ও জেলা শিক্ষা আধিকারিক। কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## পাচারকালে ভাঙমুনে ৩৬টি গবাদি পশু আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** গভীর রাতে সিমলুংএর তোমলাই বস্তি থেকে পাচারকারীদের হাত থেকে ৩৬ টি গরু উদ্ধার করেন কাঞ্চনপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। দীর্ঘদিন ধরে গরু পাচার চলছে উত্তর জেলার জম্পুই ও কাঞ্চনপুর মূল সড়ক ধরে। পুলিশ প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিয়ে এই বাণিজ্য চালাচ্ছে একদল পাচারকারীর।

গতকাল গভীর রাতে হানা দিয়ে পাচারকারীদের আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। তবে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে সিমলুংএর তোমলাই বস্তি থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর মহকুমার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বিশাল অংশের পুলিশ ও টি এস আর মোতায়ন করে কাঞ্চনপুর ও ভাংমুন থানার ওসিকে সঙ্গে নিয়ে ৩৬ টি গরু উদ্ধার করে ভাংমুন থানার ওসির দায়িত্বে আনা হয়। জানা গিয়েছে মহকুমা আদালতের নির্দেশ অনুসারে গরুগুলিকে উত্তর জেলার ধর্মনগর বাবা গুরুক্ষ নাথ গোশালাতে পাঠানো হবে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

## পদ্মশ্রী হিমাংশু মোহন চৌধুরীর আরোগ্য কামনায় মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজ্যের প্রথম পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপক বিশিষ্ট নাগরিক হিমাংশু মোহন চৌধুরী শারীরিকভাবে অসুস্থ। অসুস্থতার খবর পেয়ে আজ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা তাঁর বড়দোয়ালীস্থিত বাসভবনে যান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চৌধুরীর

শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। শ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল টিমকেও তাঁর বাসভবনে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমাংশু মোহন চৌধুরীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

# কথাতেই বলে শিল্পীর মৃত্যু হয় না শেষবারের মতো বড়পর্দায় ইরফান খান

মুম্বাই, ২০ এপ্রিল (হি.স.): কথাতেই বলে শিল্পীর মৃত্যু হয় না। তারা প্রয়াত হলেও দর্শকমনে আজীবন বেঁচে থাকে। ঠিক যেমনটা ইরফান খান। রক্তমাংসের মানুষটা না থাকলেও তার অভিনয় আজীবন জীবিত। মৃত্যুর পরও শেষবারের মতো বড়পর্দায় ইরফান খান। শেষবারের মতো বড়পর্দায় ঝলমল করে উঠবেন ইরফান খান। মুক্তির পথে অভিনেতার শেষ সিনেমা, """দ্য সঙ অফ স্করপিয়নস""""। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে ছবির ট্রেলার। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ট্রেলার শেয়ার করে নিয়ে আবেগপ্রবণ হলেন ইরফান-পুত্র বাবিল। তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর আগে মুক্তি পাবে ইরফান খান অভিনীত শেষ ছবি। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন অনুপ সিংহ। এক আদিবাসী মহিলার জীবনকে কেন্দ্র করে ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে। অনুপ সিংহ পরিচালিত এই ছবিতে ইরফান ছাড়াও রয়েছেন তিলোত্তমা সোম এবং ইরানের অভিনেত্রী গোলশিফতে ফারাহানি।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে প্রয়াত হন ইরফান খান। ১৯৮৮ সালে "সেলাম বম্বে" ছবির হাত ধরে অভিনয় জগতে পথচলা শুরু করেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ইরফান খান। এরপর একের পর এক দুর্দান্ত সমস্ত কাজ উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। বহু সময় ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হন সে।

# হকার্স মার্কেটের উন্নয়নের দাবীতে সাংসদ বিপ্লব দেবের দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আশ্বাসে দীর্ঘ আশঙ্কার কালো মেঘ কাটিয়ে স্বস্তির নিঃস্বাস ফেললেন রাজধানীর হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। তীব্র তাপ প্রবাহে বহু পুরনো এই মার্কেটটিতে প্রায় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এই দম বন্ধকর পরিস্থিতিতে ক্রেতারা আসছেন না তেমন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আগামীদিনে এই স্থানে ব্যবসা করা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয় তাঁদের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের প্রায় ৭৫ জনের প্রতিনিধিদল সম্মিলিতভাবে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের কাছে তাদের এই সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। সম্পূর্ণ মার্কেটটিকে সেন্ট্রাল এসিতে রূপান্তরিত করার দাবি জানান। ব্যবসায়ীদের এই বিষয়গুলি শোনার পর তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে কথা বলেন তিনি। তাঁদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে এমপি ফান্ড থেকে যতটা সম্ভব আর্থিক সহায়তা করার পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও ক্রেতা স্বাচ্ছন্দ্যের কথায় মাথায় রেখে আগামীদিনেও তাদের পাশে থাকবেন বলে জানান। বলাবাহুল্য দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীর দীর্ঘ পুরনো এই হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীরা এই সমস্যায় ধুকছিলেন।

অবশেষে বিপ্লব কুমার দেবের আশ্বাসে একপ্রকার স্বস্তি পেলেন ব্যবসায়ীরা। সাক্ষাৎ শেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানান ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ন ত্রিপুরার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল তৈরি এবং সমস্ত ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে মুখ্যমন্ত্রীর থাকাকালীন সময়েও তিনি একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শ্রী দেবের সময়েই রাজধানী আগরতলার ব্যবসায়ীরা রবিবারেও বাজার খোলা রাখার অনুমতি পান। ফলে সরকারি ছুটির দিনে শহরের দোকানপাট খোলা থাকায় তারা লাভের সম্মুখীন হন। শুধু তাই নয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের উপরেও তিনি গুরুত্বআরোপ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সার্থক রূপ পাওয়া যাচ্ছে সমগ্র রাজ্যে। বহু আশায় বুক বেঁধে আসা ব্যবসায়ীরা হাসিমুখেই এদিন বাড়ি ফিরে গেলেন বিপ্লব কুমার দেবের আশ্বাসে। দীর্ঘ আধার কাটিয়ে তারা যেন আলোর দিশা পেলেন

## পাচারকালে আটক চিনি বোঝাই গাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** পাচারকালে আটক চিনি বোঝাই গাড়ি। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়ার সময় বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে আটক গাড়ি ভর্তি চিনির বস্তা। আগরতলা থেকে বক্সনগর হয়ে যাওয়ার পথে বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আটক হয় চিনির বস্তা গুলো। টিআর ০৭সি ১৯২২ নম্বরের চার চাকার ট্রাক গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ১৯ বস্তা চিনি।জানা গেছে বিশালগড় নিচের বাজারের ব্যবসায়ী কেশব বণিকের ছেলে নবজিৎ বণিক এই চিনি রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ আটককৃত চিনিগুলো সরকারি বরাদ্দের কিনা তা খতিয়ে দেখছে। উল্লেখ্য সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের চিনিসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাচার হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।